মধুমালতী

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ও
অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়।

প্রথম সংস্করণ। পৌষ ১৩৩১।
[মূল্য ১৲ এক টাকা]

মধুমালতী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

উপাসনা প্রেস

১৪-এ শরৎ ঘোষের ষ্ট্রীট, ইণ্টালী, কলিকাতা
হইতে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমার কবিতা তুমি বড় ভালবাস

তাই

তোমারই হাতে

অসঙ্কোচে

আমার

মধুমালতী

তুলে দিলাম

সূচীপত্র

মধুমালতী

পূর্ব্বাপর

শুধু পথপানে চেয়ে
কত নিশিদিন আঁধারে মিশেছে হতাশের গান গেয়ে!
কত আদরের নিজ হাতে গাঁথা বকুলের মালা হ'তে
ঝরে গেল ফুল, পরাণ আকুল বেঁচে র'ল কোন মতে।
সাঁঝের আঁধারে চাহি বারে বারে নয়ন পলক-হারা
শুধু নিরাশায় প্রাণ ফেটে যায়, নীলিমায় ফোটে তারা।
পথের কাঙাল দ্বারে দ্বারে ঘুরি' কি যে চাই নাহি জানি,
মাঝে মাঝে যেন জেগে ওঠে প্রাণে শত জনমের বাণী,
পথের পথিক চলে যায় পথে, আমি পড়ে পথপাশে
ফিরেও চাহে না তবে কেন তা'রা এই পথে যায় আসে?
নয়নের আগে কুসুম-কলিকা বুক ভরা তা'র মধু
ফুলের নেশায় রঙিন দেখায় ঠিক যেন নব-বধূ।
তারও ফুটে সুখ, ঝরা সে ধরে না, গন্ধ বিলায়ে খুসি
হৃদয়ে বাহিরে এত প্রেম-মধু গোপনে কে রাখে পুষি'?
ভ্রমর আসিয়া কত গান গায় বুঝি না তাহার মানে
আমারি সমুখে নদী বয়ে যায় কি যে বলে সেই জানে।
মলয় বাতাস জাগায়ে হতাশ কাণে কাণে কি যে কয়
অর্থ বুঝার নাহি সামর্থ্য প্রাণে আর কত সয়?

আমার প্রাণের পথ বেয়ে গেছে অজানা অচেনা কত
ধূলায় আঁকিয়া চরণ-চিহ্ন চির-জীবনের মত।
মনে পড়ে যেন চিনেছি তা'দের দেখেছি কোথায় কবে
তারা বুঝি পুন আসিয়া আমায় আপনার করে লবে।
কোন দিন কোন মধুময় প্রাতে কা'রে দিয়েছিনু মালা
শুধু সে মালার পরশে কেন গো এত বুকভরা জ্বালা ?
মধুময় প্রাতে যাহাদের সাথে হয়েছিল মোর দেখা
আপনার মানি নিয়েছিনু টানি না জানি ভাগ্যলেখা।
ফুরাল সে খেলা, বেড়ে এল বেলা, পিছনে চাহিনু যবে
দেখি কে কোথায়, ফেলিয়া আমায় চলিয়া গিয়াছে কবে।
মানুষের রীতি জানে না পীরিতি, নিতি সে নূতন চায়
পুরাতনে ক্ষণে পড়ে নাক মনে আনমনে চেয়ে যায়।
তবু মনে পড়ে তারা যেন মোর কোথা আছে এইখানে
শতরূপে যেন রয়েছে প্রকাশ অন্তর মাঝখানে।
নিখিল রূপের মাঝারে রয়েছে অন্ধ দেখিতে নারি,
অবিরাম রসে বয়ে চলে যায় সকল তৃষ্ণাহারী ;
ললিত কণ্ঠে গেয়ে যায় গান আমারই কাণের কাছে,
চারু পরশের মাধুরী লভিয়া পরাণ বাঁচিয়া আছে।
হৃদয়ানন্দ কুসুম-গন্ধে নন্দি' আমার প্রাণ
মণি-লাবণ্যে উছলিয়া ওঠে আমার সকল গান।—
আমারে ঘেরিয়া তোমরা আমার আছ কি গোপন করি'
ঢালিতেছ শুধু অন্তর-মধু মম প্রাণমন ভরি ?

শাঙন সাঁঝে

শাঙন মেঘে মেঘে
বেদনা ওঠে জেগে,
নয়নে নেমে আসে বরষা জল,
তরাসে কেঁপে ওঠে হৃদয় তল !

মিলন দিনে বুকে সে কি সে গুরু গুরু
ব্যথিয়া গেল সুখ কাঁপিয়া দুরু দুরু,
কি কথা বলে গেলে টানিয়া জোড়া ভুরু
এখনও মনে পড়ে অবিকল।
নয়ন কোণে শুধু একটু মৃদু হেসে
মাথাটি নীচু করে দাঁড়ালে কাছে এসে,
আদরে বুকে নিনু কত না ভালবেসে
আধেক ফোটা যেন শতদল !

বৃন্ত হ'তে উঠি আপনি ফুটিতেছ
শোভার নাহি বুঝি সমতুল,
পরাগ মাঝে তব গন্ধ অভিনব
আপনি হয়ে আছ সমাকুল !

কথা যে জুটিল না
মুখ যে ফুটিল না
দাঁড়ায়ে র'লে নতমুখে—
সে ব্যথা বেজেছিল বুকে !

আজ,—মেঘের পরে মেঘ মহলা করে যায়
অশ্রু-ভেজা মন করিছে হায় হায়,
তোমার মালাগাছি বুকে যে রাখা দায়
তুমি যে নাই মোর পাশে ;
বরষা নেমে এল সজল কালো মেঘে
উতলা হয়ে বয় বাদ্‌লা বায়ু বেগে,
বুকের মাঝে আজ যক্ষ ওঠে জেগে
বিরহী প্রিয়তম আশে !

কোন সে অলকায় অলক আলুথালু
ধূলায় লুটে সারা খালি,
চোখের জলে তার কাজল মুছে গেছে
আঁচলে মাখা শুধু কালি !

আমার মত সে কি
আকাশে মেঘ দেখি
গুমরি উঠিতেছে দুখে
বিরহ-ভরা—ভরা বুকে ?

জঘন হ'তে তার বসন পড়ে খুলে
শাঙন-ঘন-ছায়া পড়িছে গ্রীবামূলে,
নদীর ভরা ঢেউ হৃদয় উপকূলে
আঘাত করি যায় অনুখন,
দীরঘশ্বাস বয়, কাঁকন বেজে উঠে
বেশর খসি পড়ে, নূপুর যায় টুটে
বরণ মালাখানি নিমেষে পড়ে লুটে,
শিহরি ওঠে প্রাণ অকারণ।

শাঙন মেঘময় তাহারি মায়াখানি
বিছায়ে রাখিয়াছে সে যে
আমার মন বলে বরষা ধারাজলে
তাহারি বীণা ওঠে বেজে !

গভীর বেদনায়
প্রাণ যে তারে চায়
দু'হাতে আগুলিয়া বুকে
পরশে কেঁপে ওঠা সুখে !

ওই যে মেঘে মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে
বরষা জলধারা আকুলি' এল ধেয়ে,
বিজন বনপথে বাতাস গেল বেয়ে
ছড়ায়ে ভেজা বনফুল ;
আজিকে থির হয়ে আছে যে আনমনা
শাঙন মেঘ সনে তাহারো আনাগোনা,
বিরহী হৃদয়ের আজি এ আরাধনা
জীবনে হবেনাক' ভুল ;

উজল কেশভার মেঘেতে একাকার
মাঠের পরে পড়ে লুটি'
জীবন ভরি আজ মধুর হয়ে ওঠে
বিরহে ম্লান আঁখি দু'টি !

"বকুল-স্মৃতি"

আমি দিই ভাষা, শুধু ভালবাসা, প্রাণ দিয়ে সাধা সুর
আজি, তব অন্তর-মধু দিয়ে মোরে করিয়াছ ভরপূর !
আমার মরম-কুঞ্জ-কুসুমে ভরেছি পূজার ডালা
কলি ছিঁড়ি' আজ কত না যতনে গেঁথেছি বরণ-মালা ;
কার তরে ওগো কার মুখ চাহি জানো কি গো মন চোর
কোন তটিনীর ছায়াঘন বুকে বিনত বেতসী মোর ?
ছল-ছল-ছল, জল-কল্লোল উচ্ছল নদীতটে
আমাদের কথা যাহা রটে ওগো সে কথা সত্য বটে !
পরশে তোমার ফুটাইলে কলি গন্ধ দিলে যে ফুলে ;
পাতার আড়ালে তরুরে ঘেরিয়া লতা হিল্লোলে দুলে,
বিন্দুজলের শুষ্কতৃষায় চাতক মরে যে ডাকি'
কে তুমি আস গো ধরার বক্ষে করুণার ধারা মাখি ?
সব কথা জানি, সব কথা মানি, সব করি অনুভব—
তুমি ছিলে, আছ, হৃদয়ে বাহিরে করিতেছ উৎসব।
আজি তুমি দিলে পাঠায়ে তোমার মরম-মাধবী-মধু
যৌবন আজ ধরেনাক' বুকে,—লজ্জিতা নব বধূ !
বকুলের ফুলে গাঁথিয়াছি মালা দিয়েছি তোমার গলে
আদরে সোহাগে বক্ষে তোমার কভু বা পড়েছি ঢ'লে,
কভু দিছি চুমা, কভু অনাদর, হেলা ফেলা আঁখিজল,
কভু নিঠুরের নির্ম্মম হাসি, কভু দোষী দুরবল ;
কখনও শুনেছি অভিমান-ভরা না শুনার যেই কথা
'পরাণ-পোড়ানি' দিবস যামিনী 'হিয়া-দগদগি' ব্যথা ;

মম ভাণ্ডারে দিলে ভারে ভারে দুনিয়ার দৌলৎ
হারাণ-মাণিক, ফিরে-পাওয়া-ধন, কাঙালের সম্পৎ !
মনে পড়ে সব কত বৈভব আমারে দিয়েছ ঢেলে
আপনা বিলায়ে অধমের ঠাঁই কিবা তুমি ফিরে পেলে ?

হৃদয়-চোঁয়ান তরল সুধায় 'বকুল গন্ধ' বলি'
পিয়াসী জনারে ভুলাইতে চাও, কেন প্রিয়তমে ছলি'
আমার বুকের বকুল বাগানে, ফুল-সম্ভার মাঝে
তুমি কি আমার মূর্ত্ত মানসী, প্রেম-সুন্দর সাজে ?
তরল হইয়া গলিয়া পড়িছে বকুলের মধু যত
মন-মধুপের নাহি গুঞ্জন শুধু ভুঞ্জনে রত !
গন্ধ যে তার পুলকিয়া দেহ, আকুলিয়া প্রাণ মন
শিহরিয়া তনু, আকুল বাতাসে দেয় তব পরশন।
অন্তরে তব কত মধু আছে, কত প্রেম কত প্রীতি
কত রূপ দেহে, কত রস প্রাণে, কণ্ঠে করুণ গীতি !
পরশ তোমার এমন মধুর বিরহ-বিধুর পাশে
স্মৃতির সরণী বহি' নিশিদিন এখনও ভাসিয়া আসে !

এত সুন্দর, এত সুগন্ধ মদির আবেশে ভরা
এত পবিত্র, এত উজ্জ্বল, এত উন্মনা-করা,
এত যে গভীর, এত গম্ভীর, এমন মৌন মূক
শুচিতায় ভরা স্নিগ্ধ-প্রতিমা—মহিমায় ভরা বুক !

তোমারে আজিকে মনেপ্রাণে ওগো জেনেছি বুঝেছি ভালো
ঢালো মধু প্রাণে ওগো মধুময়ী, ঢালো তুমি আরও ঢালো' !

প্রেমের চিহ্ন

হৃদয়রক্ত মন্থন করি' আঁকিয়া দিয়েছি প্রেমের চিহ্ন
অঙ্গে অঙ্গে তব,
লালিমা তাইতো উঠেছে ফুটিয়া এমন করিয়া
অদ্‌ভুত অভিনব।
সেতো শুধু নয় দেহের চিহ্ন ওগো অভিন্ন
মন তাহা ভাল জানে,
সকল অঙ্গ ছাইয়া এখন লভেছে আসন
অন্তর মাঝখানে।
অস্থির মাঝে পেয়েছে স্বস্তি, মজ্জার মাঝে
সফল সজ্জা তার,
বক্ষরক্ত প্রবাহের মাঝে মৃদু কম্পনে
হয়ে গেছে একাকার।
অঙ্গ-চিহ্ন পেয়েছে সঙ্গ, কতনা রঙ্গে
অনু পরমাণুময়,
কেমন করিয়া মুছে ফেলে দেবে? প্রেমের চিহ্ন
মুছিলে যাবার নয়।
তুমি যত তা'রে মুছিবারে চাও, লজ্জার রাগে
আরও লাল হয়ে ওঠে,
তোমার মনের গোপন কথাটী, অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠার মাঝে
শত গুণ হয়ে ফোটে।

যুগল বাহুতে ঢাকিতে চাও যে মুছিবারে চাও
চোখের লজ্জা করি'
চেয়ে দেখ ওই প্রেমের চিহ্ন রাঙিয়া উঠিল করপদ্মের
দুটী পল্লভ ভরি'।
একটী প্রেমের লজ্জা ঢাকিতে শতেক লজ্জা
প্রকাশ হইয়া যায়,
তোমার ত্রস্ত গোপন-বাসনা বিফল হইয়া
করিতেছে হায় হায়!
মনে যাহা চাও জীবনে মরণে, কতনা আদরে
প্রাণে যাহা ভালবাস
তাহারে লইয়া কিসের লজ্জা? সফল হলে যে
তাই ভেবে শুধু হাস।
আমার বুকের রক্তে ফুটেছে প্রেমের চিহ্ন শক্ত তাহারে
মুছে ফেলে দেওয়া হাতে
প্রদীপ লুকায়ে রাখিবারে চাও হে মোর পরাণ প্রিয়
গভীর আঁধার রাতে?

মনের মাণিক

মনের মাণিক উঠেছে জ্বলিয়া
আঁধার হইল দূর ;
রোশনাই আজ শুধু রোশনায়ে
অন্তর ভরপুর !

ওরে, জীবনের গতি ছিল এত দিন
বাঁধনের মাঝে হারা
আজি ছুটে চলে আবেগ আকুল
ব্যাকুল পাগল পারা !

আর কোনও বাধা নাই,
তিমিরে অধীর লুকোচুরি খেলা
কোথা হবে তার ঠাঁই ?

পথের কষ্ট নাই ওরে নাই
আলোকে পুলক জাগে
আজি দেখ চেয়ে স্তিমিত নয়নে
নয়নাঞ্জন লাগে,

পঞ্জর মাঝে যে হতাশা ছিল
অন্তরে যত কালি,
সব দূরে গেছে, মাণিক দিয়েছে
হাজার প্রদীপ জ্বালি-
আঁধার কোথায় আর
মাঝি গান গায়, তুফান থেমেছে
সুখে করে পারাপার !

আজিকে মনের নীপ নিকুঞ্জে
হবে নাকি হোরী খেলা,
ফাগের গুঁড়ায় হবে লালে লাল
এমন সন্ধ্যাবেলা—
ওরে, কুঙ্কুম আন্ চুয়া চন্দন
আন পিচকারী গোটা
আজিকে রঙের বাদল ঝরিয়ে
রঙের ফোয়ারা ছোটা!
আজি কা'র শুভদিন?
কে বাজালে বাঁশী এমন করিয়া
কে ছুঁইল মন-বীন্!

চেয়ে দেখ্ ওই কদমের গায়
ওকি শিহরণ জাগে,
মনের গোলাপী মদির আবেশ
যুগল নয়নে লাগে!
তমালের ডালে ময়না ডাকে যে
শ্যামা শীষ দেয় ধীরে,
দোয়েল কি বলে সে কি বোঝা যায়
শিখী নাচে তরু-শিরে,
যুথীর পরাণময়
এ কি কম্পন এতটুকু প্রাণ
কেমনে এ সুখ সয়?

ওরে জলে জলে আজ আলোর জোয়ার
হৃদয়-যমুনা কূলে—
কোন্ কিনারার নিশানা করিয়া
ঢেউ চলে হেলে দুলে?

চিরঋণী

কি লিখিব কাব্যকথা কি গাহিব প্রেমের সঙ্গীত
প্রিয়ে ?—আজিকার দিনে পৃথিবীর সমস্ত ইঙ্গিত
তোমা পানে বাহু তুলি জানায় যে কাতর মিনতি
আমি তার অর্থ ভাল জানি ! সেবারতা তুমি সতী
আপনার সাধনা মন্দিরে ; অর্ঘ্য ভরি' সাজাইয়া ডালা
রাখিতেছ যার তরে,—অন্তরের একান্ত নিরালা
কোণে যে বাসনা পুষ্পসম উঠিল ফুটিয়া,
দলে দলে মধু গন্ধ, হৃদি-বন্ধ আপনি টুটিয়া
কখন লুটায়ে প'ল দেবতার পায়ে পাওনি সন্ধান,
আত্মভোলা, সর্ব্বস্ব দিয়াছ তুমি দেহ মন প্রাণ,
তবু সদা ভয়াতুর—কি বুঝি পারনি তারে দিতে
তারে বুঝি ফাঁকি দিয়ে লুকাইয়া রাখিলে কি চিতে—
যারে তুমি দিতে চাও আপনারে সর্ব্বস্বান্ত করি' !

আমার এ তৃষিত জীবনে রূপ নিয়ে আসিলে সুন্দরী !
ও তনু তনিমা বেয়ে যে লাবণ্য পড়িছে গড়ায়ে
রুক্ষ মরু-কাঠিন্যের পরে ; যে আলোক পড়িল ছড়ায়ে
আনত আয়ত আঁখি-পল্লব না মেলিতে চমকি
আচম্বিতে হেরি তাই মুগ্ধ হয়ে দাঁড়ানু থমকি ;
ক্ষণিকের দিব্য জ্যোতি চিত্তাকাশে ধ্রুবতারা সম
চঞ্চল ধরার বুকে স্থির শোভা অতি মনোরম !

রূপের প্রদীপ জ্বালি কামনার দেয়ালী উৎসবে
আপনারে বিলাইয়া আমারে আপন করি লবে
এই ছিল সাধনা তোমার দেবী,—হয়েছে সফল ?
যা দিয়েছ তার কাছে যা পেয়েছ নিতান্ত নিস্ফল !
ওষ্ঠে তব মিষ্ট হাসি, কণ্ঠে তব মধুর মূর্চ্ছনা
হৃদিপদ্ম-পাদ্য-অর্ঘ্যে এতদিন করেছ অর্চ্চনা,
কি পেয়েছ প্রতিদানে তুমি তাহা ভাল জান প্রিয়ে
সর্ব্বহারা রিক্ত প্রাণ, তোমার হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে
গ্লানি ভরা মিথ্যা বাক্যে বলিয়াছি প্রণয়ের দান ;
বিষ পাত্র হাতে দিয়ে বলিয়াছি কর সুধা পান !
হাসি মুখে সহিয়াছ, উৎসর্গের গৌরবে উজল
অচঞ্চল মূর্ত্তিখানি অবিচারে হয়নি বিহ্বল !

তাই মোর মর্ম্ম মাঝে এই কথা বাজে বারম্বার
সুগভীর বেদনার সুরে, অনাঘ্রাত কুসুম সম্ভার
হেলায় গিয়েছি পায়ে দলে, পাছে পায়ে লাগে মোর ব্যথা,
শঙ্কা তব কম্প্র বক্ষে, নয়নের স্নিগ্ধ কাতরতা
অশ্রু হয়ে ঝরিল ধরায়, সে কথা যে ভুলিতে পারিনি
নিজেরে বিলায়ে তুমি করিয়াছ মোরে চিরঋণী ।

প্রেমের পরশ

মনের মাঝে কান্না যখন জাগে
শক্ত তা'রে চুপ করিয়ে রাখা,
চেষ্টা-করা মুখের হাসি তখন
দেখায় যেন মলিন, কালিমাখা—
চোখের কাঁদন নীরব থাকে বটে
মনের কাঁদন বড্ড বেশী রটে।

আড়াল দিয়ে মুছতে গেলে চোখ
আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টি আসে নেমে
প্রাণের কথা প্রাণের মাঝেই রয়
কেন এমন নিথর হয়ে থেমে ?
কাঁদন সে যে হৃদয়-ছেঁড়া কাঁদন,
একে একে ছিঁড়ছে বুকের বাঁধন !

হাসি দিয়ে কান্না ঢাকা শুধু
নূতন করে আগুণ জ্বালা প্রাণে
মনের সাথে যুদ্ধ করা মিছে
কান্না কাঁদে ছন্দে সুরে গানে,—
হাজার তারে যখন পড়ে ঘা
মন যে তখন মোটেই নড়ে না !

আসা-যাওয়া সেই ত কালের গতি
তবে কেন কেঁদে ভাসাই ধরা ?
সেই কথাটা বুঝতে নারি আমি
কেন মিছে মনকে পাগল করা।

সবার চেয়ে এই কথাটা ঠিক
মুখ চেয়ে মোর নয়ন নির্ণিমিখ্ !

সন্ধ্যা সকাল কেবল আনাগোনা
শুধু মুখের একটি কথার আশে,
হঠাৎ যদি চোখোচোখিই হয়
সোহাগ ভরে একটু খানি হাসে ;
একটু হাসি একটি মধুর কথা
তাতেই যাবে প্রাণের কাতরতা !

আদর করা সোহাগ করা শুধু
বুকের পরে আমায় টেনে নিয়ে,
হাতের 'পরে হাত দু'খানি রেখে
কথায় কথায় শতেক চুমা দিয়ে !
ধন্য আমি,—আমার প্রাণের কাছে
প্রেমের পরশ নিবিড় হয়ে আছে।

অসহ

বঁধু দূরে—বঁধূ দূরে
গাও অনাহত মধুসুরে।
অতি দুঃসহ পরশ তোমার
কাছে থেকে তাই সহে না আমার
দূরে সরে যাই, তবু যদি পাই
মনের গোপন পুরে।

দূরে আছ তাই মোরে ভালবাস
চলে যাও তাই ফিরে ফিরে আস ;
আদর করিতে হয় গো নিঠুর
কাঙাল বেদনাতুরে।

বিনিময়ে

শত সাধনায় যে ধন লভিনু কত কামনার পরে
তাহারে রাখিনু দু'হাতে আগুলি' আপনার বুকে ক'রে ;
হৃদয়-রক্তে পুষিনু তাহারে কত না যত্ন করি'
মুখপানে চেয়ে গেল কতদিন, বিনিদ্র-বিভাবরী,
পলকে প্রলয় নয়ন-আড়াল যদি ক্ষণেকের তরে
কত যে শঙ্কা আসিত পরাণে শত অঘটন স্মরে !

পথ-কণ্টক বিঁধিলে চরণে বাজিত আমার বুকে
নয়নের জল পাগল করিত তাহার একটু দুঃখে ;
এক নিমেষের একটু সুখের ক্ষণিক হাসির তরে
সারা জীবনের সঞ্চিত প্রেম দিয়েছি উজাড় ক'রে !

মরম-তন্ত্রে বাঁধিনু তাহার কম-কণ্ঠের সুর
চিত্ত-চকোর প্রেম-সুধা পানে হ'য়ে র'ল ভরপুর ;
আমারে ঘেরিয়া রাখিনু তাহারে তবু কত ভয় মনে
যাহা ছিল তা'র সব দিয়ে গেল, কেমনে পরাণ ধরি
শূন্য আমারে করিল পূর্ণ নিজেরে রিক্ত করি' !

অনাগত

কেন তুমি অমন করে'
চেয়ে থাক মুখের পানে
বুঝতে কিগো পারছ না সই
দুখের কাঁটা বিঁধছে প্রাণে ?
তুমি কেন শিউরে ওঠো
বুঝতে তুমি পারবে না যে,
ব্যথার ব্যথী হও কেন গো
তাইতো ব্যথা বক্ষে বাজে !

বুকের মধ্যে কেমন করে
কিসের ব্যথা ঘনিয়ে আসে
পাঁজরের এই হাড়গুলো সব
নড়ে ওঠে গভীর শ্বাসে ;
মনের কাঁদন্ রুধতে গিয়ে
নয়ন ছুটায় হাজার নদী
জানি আমি এ সব কারণ
রাখব জেনেও নিরবধি !
জেনে শুনে করছি কিগো
তাইতো বলি—তোমার জেনে
ফল হবে না—আমি দেখ,
ভাগ্যটাকেই নিলাম মেনে !

সারা বুকে তুমি আমার
মিশিয়ে আছ পরশ হয়ে

বুকের মাঝে সে কি কাঁপন
সত্যি তোমায় বক্ষে লয়ে ;
ওষ্ঠ তোমার উঠ্‌লে কেঁপে
প্রাণের বাঁধন যায় যে খুলে
এই দেহটার সব খানি যে
বিশ্ব দোলায় ওঠে দুলে ;
গণ্ড তোমার সয় না ছোঁয়া
আপনি রঙীন হয়ে ওঠে
চুমার ভরে এক নিমিষে
হাজার গোলাপ আপনি ফোটে,
কেন এমন হয় তা জানি
জেনেই বা কি করছি বল ?
"জেনে শুনে বরা পাগল"
এই কথাটাই সত্যি হল !

এই যে দু'টী বাহুলতায়
বাঁধলে আমায় কঠিন ডোরে,
আপন হাতেই ছিঁড়বে বাঁধন
বল্‌তে পার কেমন করে ?
আমার চোখের এক ফোঁটা জল
নয়ন দিয়ে মুছিয়ে নিতে
এলিয়ে পড়া চুলের রাশি
যতন করে গুছিয়ে দিতে ;
বুক দিয়ে যে বুকের ব্যথা
জুড়িয়ে দিতে আলিঙ্গনে

পরশ দিয়ে সকল দেহে
সোহাগ তোমার সঙ্গোপনে।
আদর সোহাগ চুমার মাঝে
লজ্জাবতী কও না কথা
আনমনায় আনাগোনা
এই টুকুতেই দেয় যে ব্যথা!
এই যে গভীর এই যে মধুর
জানি এরও অর্থ জানি
তবু কেন সয় না প্রাণে
মন কি আমার অভিমানী?

দিন যে আমার যাবে কেটে
রাত্রি এসেও দেবে দেখা,
কেমন ক'রে কাটছে জীবন
এই কথাটাই ভাব্‌ব একা;
প্রভাতের এই আলোর প্রদীপ
ভুবন ভরে' উঠ্‌বে জ্বলে,
কিরণ তাহার হিরণ বরণ
ছড়িয়ে দেবে থলকমলে,
ফুলফোটা বন মধুর করে
গাইবে পাখী তেমনি সুরে,
প্রাণটাকে মোর উদাস করে'
নিয়ে যাবে কোন্ সুদূরে;
রোদের তেজে আঁউরে যাবে
ঘুঘু-ডাকা দুপুর বেলা,

সাঁঝের বাতাস ঝিরঝিরিয়ে
জল নিয়ে যে করবে খেলা,
রাতের আঁধার আন্‌বে সাথে
চাঁদের আলো তারার মালা,
আমি জানি বাড়বে তা'তে
এই বিরহের দারুণ জ্বালা !

এই যে আমি মিশিয়ে আছি
তোমার মধু স্পর্শমাঝে,
জড়িয়ে আছ এই যে আমায়
হৃদয় ভরা হর্ষ-লাজে—
আমায় ছেড়ে প্রিয়তমে
চাওনা হ'তে স্বর্গ-সুখী,
আমার ব্যথায় ব্যথিত তুমি
দুঃখে আমার সর্ব্বদুখী !
আমার নয়ন জলের ধারা
সয়না জানি তোমার প্রাণে
আমার মলিন মুখের ছায়া
তোমার বুকে বেদন হানে !

জানি ইহার মূল্য জানি
ফল কিছু নাই এ সব জানায়
অনাগত এই বিরহ
তবু কেন এমন কাঁদায় ?
জানি তুমি আসবে ফিরে
আবার আমায় নেবে বুকে

সোহাগ ভরে' আদর করে'
রাখ্‌বে আমায় সুখে দুখে ;
জান কি গো জান তুমি
তোমায় ছাড়ার কত ব্যথা
ওগো আমার প্রিয়তমা
আমার লজ্জাবতী লতা ?

—— • ——

প্রেমের পাল্লা

ভারি চোট্‌পাট্‌—খুব কড়াকড়া বুলি
—না হয় আজ্‌কে দিয়েছ দু'গাছা রুলী !
চুল ওঠে তাই দিয়েছ যে তেল কিনে
তা'তেত তোমারো গরজ কম দেখিনে !
কপালের টিপ ?—দু'খানা আলতা পাতা ?
ওঃ ! ছাতা দিয়ে তাই কিনে ফেলেছেন মাথা !
হলুদ রঙের সূতো এক ফেটি কই ?
এদিকে বলেন,—"তুমি ছাড়া কারো নই !"
নাকছাবীটাত ডবডবে বেমানান
ভালবাস কত তাই বুঝি এ জানান ?
দুল দিতে ভুল একমাস যার হয়
সে কেন দেখায় 'বেবাগী' হ'বার ভয় ?

মিছে কথা শুনো কেমনে যে মুখে ফোটে
এখনও যে পূবে চন্দ্র সূর্য্য ওঠে ;
আমার জন্য খেটে খেটে তুমি সারা ?
আগে ভেবে দেখ কথাটা কেমন ধারা !
নাক ডেকে ঘুম ? কখন শুন্‌লে বল ?
দিনে ঘুম ?—আমি ? কথাটা কেমন হ'ল ?
তুমিত জাননা মার কাছে বসে বসে
রামায়ণ পড়ি, খরচ দিই যে কসে'—
তোপ ভোরে উঠি, তখনি রাঁধার তাড়া,
বাবুর—ঘুমত ভাঙ্গে না চায়ের পেয়ালা ছাড়া !
ঘর ঝাঁট দেওয়া, একগাদা পান সাজা
ওঠা নামা করে পড়ে গেল মোর মাজা,
এর মাঝে কর টেবিল বাজিয়ে গান
সত্যি বল্‌ছি,—আন্‌চান্‌ করে প্রাণ !

সাবানের কথা ? বলোনাক' মুখ নেড়ে
আতরের শিশি ? কালত নিয়েছ কেড়ে !
সাবান মাখিনে তাতে দেবে রোজ গালি
বাক্স এদিকে প্রভুর দয়ায় খালি।
গন্ধ মাখিনে সন্ধ করেছ মনে,
কত কথা তুমি বলেছ দিদির সনে ;
"হেনা"র শিশিটা উপহার দিলে সই
"লক্ষ্মীটি মেখো" বলে দিলে পই পই,
বেছে বেছে কেনা অমন সাধের "জুঁই"
তোমারে লুকিয়ে বল দেখি কোথা থুই ?

ভাল যে বেসেছ সেটাকি এমন বেশী,
তাই নিয়ে কেন সারাখণ রেষারেষি।
কথা না কইলে কেঁদেছ সত্যি বটে
কার দোষ? বলি—বুদ্ধি নেই কি ঘটে?

উপরের 'কলে' জল ওঠেনিক কাল
সংসার করা জাননাত নাজেহাল!
ঘুম পেয়েছিল কইতে পারিনি কথা
অমনি বাজিল পরাণে দারুণ ব্যথা?
রেগে শুলে ভূঁয়ে বিছানাটা ছেড়ে দিয়ে
অনুতাপ কত—কেন করেছিলে বিয়ে!
কাছ ছাড়া হলে সয়না সেটাত জানি?
তা বলে কেমনে পাল্লায় বড় মানি?

'চিঠি চিঠি' বলে গর্ব্ব করো না আর
সে গুমোর ওগো হয়ে গেছে সব বা'র;
তিন খানি চিঠি দিয়েছিলে রেখে ঢেকে
দাসী দিয়েছিল পাঁ—চ খানা একে একে!
যা দিয়েছ তার দ্বিগুণ নিয়েছ ফিরে
মিথ্যা বলোনা রইল মাথার কিরে!

—•—

মধ্য-মণি

আকাশের ক্ষুধা অসীম হইয়া জেগেছে আমার প্রাণে
শুষ্ক উষর মরুর তৃষ্ণা পরাণের মাঝখানে।
প্রান্তর বায়ু অন্তর মাঝে ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
নিরবলম্ব সঙ্গীবিহীন কাটিল বর্ষমাস।
উর্ম্মি-মুখর সিন্ধু-বারতা দূর হতে শুনি কানে
আমার মনের গোপন কথাটি ফোটে নির্ঝর গানে,
সহকার চায় মাধবী লতায় কলি পাশে অলি ফেরে
অকারণ সেকি কুমুদের হাসি তরুণ-তরুণী হেরে ?

সারা দিনমান করি অভিমান ফোটে না সন্ধ্যামণি
ঊষার আলোকে শেফালি যে ঝরে তারে কি ব্যর্থ গণি ?
কুন্দ কুসুম গন্ধ বিলায়ে ভ্রমরে ডাকিয়া কয়
'আমার বুকের সবটুকু মধু তুমি ছাড়া কারো নয় !'
বক্ষের সুধা না মিটালে ক্ষুধা গরলের জ্বালা পাবে
অধরের মধু সে কি শুধু শুধু অধরে শুকায়ে যাবে ?

পাহাড়ের বুক শতধা দীর্ণ কি গভীর ব্যথা ভরে
পঞ্জর রাশি বাহির করিয়া তটিনী কাঁদিয়া মরে ;
পবন পরশে ফুটে ওঠে ফুল ঊষায় গাহে যে পাখী,
এত ভাব এত অভাব ব্যথারে কেমনে গোপন রাখি ?

যজ্ঞ-অনল-হবি-তৃষ্ণায় বক্ষ ফাটিছে মোর
শ্রান্তিবিহীন বৃষ্টি ধারায় ঝরিছে অশ্রু-লোর।
হৃদয় চাহে যে হৃদয়-পরশ প্রাণ চাহে দেওয়া প্রাণ
বক্ষের ক্ষুধা মিটাতে কে করে অধরের সুধা দান ?

নয়ন চাহিয়া পলক পড়েনা দেহে যে রূপের আলো
শুধু চেয়ে থাকা তৃষ্ণা বাড়াতে তাও ভালো তাও ভালো !

আমারে মাথার মাণিক করিয়া রাখ যদি তুমি মাথে
প্রাণের এ ক্ষুধা বুকের তৃষ্ণা কেমনে মিটিবে তা'তে ?
আমারে পরিতে এত যদি সাধ পরো সখী তুমি গলে,
জীবনে মরণে সোণার বরণে রহিব নিয়ত জ্বলে ;
তব মণিহার কণ্ঠে তোমার দুলিব ভাগ্য গণি'
প্রিয়তমে, তুমি করিও আমারে তাহার মধ্য-মণি !

জবাবদিহি

তোমায় আমি ভালবাসি কি না ?—
হাজার রকম প্রমাণ আছে তা'র ;
বুঝবেনাক' 'জবাবদিহি' বিনা
ঋণের তাগিদ নাইক মোটে যার !
শুনবে তবে বলি শোন শোন
বুঝে সুঝে প্রমাণ হাতে গোণ ঃ—

এই দেখনা কারণ অকারণে
তোমায় শুধু বলছি নানা কাজে,
তুমি শুধু ওগো তুমিই আমার
শাসন চালাও হৃদয়-রাজ্য মাঝে,
কেন সেটা বলি ?—কেন জান ?
অবান্তরে যদিই মনে টান !

কি জানি গো কেমন করে তুমি
তাকাও আমার মুখের দিকে, যেন
আমি একটা মস্ত অপরাধী
কেন ? তোমার এত প্রতাপ কেন ?
চেঁচিয়ে তাকাও তুমি এমন জোরে
প্রাণটা আমার ওঠে কেমন ক'রে !

তুমি যদি চোখের আড়াল হও
নিমেষ যেন অশেষ মনে হয়,
পথের সাড়ায় বুকের সেকি কাঁপন
হতাশ হয়ে চমকে ওঠে ভয় !
পায়ের শব্দ খুবই চেনা বটে
পদে পদে তবু যে ভুল ঘটে !

কঠিন তুমি তবু চোখের জল
অনেক সময় রুধতে পার কই,
তোমার চোখের কান্না দেখে আমি
একেবারে এমন পাগল হই—
—ভাবি সবই আমার অপরাধ
মন জুড়ে দেয় করুণ আর্ত্তনাদ।

হয়ত তুমি ঘুমিয়ে আছ রাতে
আমি আছি সমান ভাবে জেগে,
মুখ চেয়ে মোর পলক পড়ে নাক'
হঠাৎ কেন উঠনু বেজায় রেগে ;
কথা তুমি কও না কেন হায়
মন যে আমার প্রমাদ গণে তায় !

শুধাই তোমায় এমন অনেক কথা
নিজেই আমি জানি না তার মানে,
ঘুমিয়ে আছ দাও না কোন সাড়া
মন মরে তাও বিপুল অভিমানে !
শুধু কথার অনেক মালা গেঁথে
পরাই, খুলি সকল জাগর রেতে !

চিবুক গণ্ড অধর রঙিন করে'
দিলাম তোমায় কত রকম চুমো,
মন কেঁদে কয় একটু জাগো না গো ?
মুখে বলি,—ঘুমো ওরে ঘুমো !
আমার জাগা তোমার ঘুমের মাঝে,
তুমি আমি আছি নানান সাজে !

চেনা পথও এমন ভুলে যাই
তোমার কথায় পাগল যখন হই,
সোজা পথও চল্‌তে দেখি বাঁকা
মাঝখানেতে হঠাৎ থেমে রই ;
তোমায় ছেড়ে হয় না পথে চলা,
তোমার কথায় আমার কথা বলা !

ভাল মন্দ যা' খুসী তাই হোক
তোমার কথা শুনতে ভালবাসি,
চোখের জলে প্রাণ ফেটে যায় তবু
বুকে রাখি তোমার অশ্রুরাশি !
দেখলে হাসি ধন্য হয়ে যাই,
কান্না দেখে তেমনি দাগা পাই ।

অগোছাল সামাল করে তুমি
সাজিয়ে তোল আমার ভাঙা ঘরে,
হেলা ফেলা গুছিয়ে রাখ তুমি
আপন হাতে কত যতন করে,
কেন কর? কেন কিসের টানে
একটানা স্রোত বয় যে দুটী প্রাণে!

আমার যে কাজ তোমার পরশ বিনা
ব্যর্থ হয়ে অকাজ হয়ে যায়——
তুমিই তারে পুণ্য করে তোল
পরাণ আমার তাইত তোমায় চায়!
কি কাজ আমার আছে তোমায় ছাড়া,
ওগো আমার সকল কাজের বাড়া!

বিপর্য্যয়ের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে
পাঁজর যেন পড়ছে খসে খসে
দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়ার মন
শিথিল হয়ে পড়ছে যেন চসে।

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে' বুকে
শুধু দিলে একটী চুমু মুখে,—
কোথায় গেল দুঃখ বিপর্য্যয়
সরিয়ে দিলে সব হতাশার ভয়!

অভিমানে মনের মাঝে শুধু
ঘনিয়ে ওঠে অন্ধকারের কালো,
তর্ক কহে মনের কাণে কাণে
'এর চেয়ে যে মরণ তোমার ভালো'—

ওষ্ঠ কাঁপে কণ্ঠে মিলায় কথা
গুম্‌রে মরে শুধু নীরব ব্যথা !
বুকের পরশ ছুঁইয়ে দিলে তুমি,
মন বলে গো এতই আপন তুমি ?

তুমি যখন পরশ কর মোরে
সকল দেহ শিউরে ওঠে কেন ?
বুকের মাঝে মেঘের দুরু দুরু
কোথায় আছি ঠিক থাকে না যেন।

সইতে নারি অধর পরশন
এমন সুখের তুমিই আপন জন !
সুখ তুমি দাও এতই হৃদয় ভরে'
এই বুকে তা সইবে কেমন করে ?

কি বল আর কি যে কর তুমি
পাই না সঠিক ঠিক ঠিকানা তা'র
মনটা আমার এমন ছেয়ে আছ
তোমার মনের খবর পাওয়া ভার !

দুষ্টু তুমি করবে কেবল জয়
আমার ভাগ্যে কেবল পরাজয় ?
তা'তেই আমি অসীম সুখের ভাগী
আমি তোমার এমনি অনুরাগী !

তোমার কথা মনে হ'লে আমার
পথকে আমি পথ বলে কি মানি,
লক্ষ যোজন তফাৎ থেকে কাণে
শুনি তোমার মুখের মধুর বাণী,

দূর যে তখন নিকট হয়ে আসে
মুখখানি মোর আঁখির আগে ভাসে !

ভাষা দিয়ে ভালবাসার কথা
বলতে যাওয়া নিতান্ত দুরাশা,
এইটে শুধু জেনে রেখো মনে
আমার পথেই তোমার যাওয়া আসা—

লক্ষ যুগের জীবন মরণ পণে
পথের যাত্রী তুমিই আমার সনে।

চির-আদরিণী

ওগো মোর আদরিণী !
তোমারে যে আদর করিনি—
সেকি মোর অবহেলা
অবজ্ঞায় দূরে পায়ে ঠেলা— ?
দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘ দিনমান
বিস্তারিয়া আপনার উন্মুখ পরাণ
আমার সম্মুখে,
সুখে দুঃখে
আমারে ঘেরিয়া তুমি আছ নিরন্তর !

তোমার অন্তর
নিঙাড়িয়া দিলে ঢালি' অমৃতের ধারা ;
তুমি আত্মহারা
বিলাইলে দেহ মন, সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত খনি ;
চিরোজ্জ্বল মণি,
আপন দীপ্তিতে তুমি হৃদয়ের অন্ধকার হরি'
আছ মোর তনু মন ভরি' !
তবু যে পারিনি কেন করিতে আদর,
প্রতিদানে সমাদর
দিইনি যে অজস্র সম্ভারে ;
বসাইয়া দ্বারে
কখন চলিয়া গেছি সংসারের কাজে
সেই ব্যথা নিরন্তর অন্তরে যে বাজে !

জানি, তুমি আমা লাগি' হায়,
কুসুমিত বাসর সজ্জায়,
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে
বিস্ফারিত আঁখিপাতে
সাজাইয়া বেদনার রক্ত আঁখিজল
একান্ত বিহ্বল,
আমারে পাওনি কাছে লো মোর সজনি !
কত ব্যর্থ বিনিদ্র রজনী
যাপিয়াছ নিরালায় ; বাহিরের এতটুকু ধ্বনি
কম্প্রবক্ষে উঠি' রণরণি
আমার পায়ের তালে
তখনি যে তোমারে শুনালে

রুদ্ধশ্বাসে করিয়া উৎসুক,
এই বড় দুখ—
তখনি ভাঙ্গিয়া গেছে প্রতীক্ষার কল্পনার ভুল !
তোমার মালার ফুল
প্রভাতের আলো ও বাতাসে
ঝরে গেল নিতান্ত নিরাশে !—
সে কি শুধু তোমারি বেদনা ?
আমার কি নহে আরাধনা
দেবতার পায়
আমার বুকের মাঝে নিত্যকাল রাখিব তোমায় ?

ওগো মোর প্রেমভিখারিণী
তুমি যে গো চিরপূজারিণী
আমার মন্দির তলে ;
নিতান্ত বিরলে
সারাক্ষণ বেড়াও সঞ্চরি'
পুষ্পপাত্রে অর্ঘ্য তব বসন্তের আনন্দ মঞ্জরী !
তব প্রেমচন্দনের মধুগন্ধে করি' ভরপূর
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দিয়ে ধরণীরে করেছ মধুর
আমার আঁখির আগে,
এই মনে লাগে
ওগো মোর সেবাব্রতা প্রফুল্ল প্রতিমা
তোমার ত নাহি কোনও সীমা,
ছড়ায়ে পড়েছ তুমি অন্তর হইতে দিগন্তরে !
থরে থরে
সাজাইয়া আপনারে বস্তু-বিশ্বে কল্পনার দেশে,

শেষে কি দাঁড়ালে এসে
মম আঙ্গিনায়
একদিন উৎসব-সন্ধ্যায়
হাতে ল'য়ে বরমাল্যখানি ?
হৃদয়ের রাণী,
তোমারে চেয়েছি আমি জন্মে জন্মে লক্ষ শতবার
তাইত লজ্জার নাহি পার !
প্রাণমন পরিপূর্ণ করি'
অণুপরমাণু ভরি'
ব্যাপ্ত হ'য়ে যে রয়েছে আজ
তাহারে এড়ায়ে আমি সাধিয়াছি কোন শুভ কাজ ?

আমারে যে ভাল বাসিয়াছ,
স্বর্গের আনন্দধ্বনি মোর তরে কণ্ঠে আনিয়াছ,
রচিয়াছ মোর তরে
সুখছায়াসুপ্ত নীড় দরিদ্রের জীর্ণ খেলাঘরে,
আমার সে নন্দন ভবন
উষার আলোকে দীপ্ত ; বসন্তের দখিনা পবন
বয়ে যায় মোর আঙ্গিনায়,
পাপিয়া দোয়েল শ্যামা আমারে যে ডেকে ডেকে যায় ;
অতি পরিপাটি
গরবী করবী ফোটে রক্তরাঙ্গা, অতসী দোপাটি,
ভুঁইচাঁপা ফোটে ভুঁয়ে,
মাধবী যে নুয়ে নুয়ে
ঢেলে দেয় মধুর আঘ্রাণ

হে কল্যাণী, সে ত সব তোমারি হাতের পুণ্যদান !
তবু আমি হই যে বিমুখ
সে ত মোর নয় সুখ !
আমি ভাল জানি
তোমা হ'তে এ সংসার আমারে যখন লয় টানি'
বজ্রমুঠি প্রসারিয়া,
পরাণের প্রিয়া
তুমি ত জান না প্রাণ কেঁদে ওঠে কি করুণ সুরে !
তোমা হ'তে যত দূরে
সরে যাই,
ততই যে আপনার সর্ব্বস্ব হারাই !
তোমাময় হয় যত প্রাণ
সংসারের অক্ষমতা ততই যে করে অপমান !

কোনও দিন হয়ত ডেকেছ মোরে,
নিদ্রালস ঘোরে
হয়ত কইনি কথা,
নিদারুণ ব্যথা
লেগেছে তোমার মনে,
কোনও দিন শুধু অকারণে
বাড়ায়েছি তোমার লাঞ্ছনা,
সে যে প্রিয়ে কি নির্ম্মম আমারে বঞ্চনা
আমি তাহা ভাল জানি ;-
ক্ষণিকের অসম্মান তব, মোর চিরজীবনের গ্লানি !
সফলিয়া জীবন যৌবন

সেই যে মিলন-রাতে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন
আমারে করিল জয়,
সে ত কভু ভুলিবার নয়।
তোমার প্রথম দৃষ্টি গোপন-সুন্দর
দেখে নিল হৃদয়-কন্দর ;
তোমার নয়ন পাতে
দেখিনু তোমারে মূর্ত্ত মেঘমুক্ত নির্ম্মল প্রভাতে !
মন্থিয়া হৃদয়-সিন্ধু লভিলে যে কৌস্তুভ রতন
করিয়া যতন
পরাইলে আমার গলায়
সে কি প্রিয়ে কভু ভোলা যায় ?
আজও যে বুকের মাঝে
আমার সকল কাজে
তোমার প্রথম স্পর্শ জেগে আছে করি অনুভব
জীবনের বিপুল বৈভব !

মাঝে মাঝে শোনা যায় কাণে
তোমার প্রথম কথা হৃদয় বাথানে।
ব্যগ্রবাহু আলিঙ্গন পাশে
বক্ষের ত্বরিৎ কম্প এখনও যে ফিরে ফিরে আসে,
সেকি প্রিয়ে অবহেলা করে'
অনাদর ভরে ?
সে কি মিথ্যা একান্ত অলীক ?
তোমাপানে চাহি নির্ণিমিখ
তোমা হ'তে দূরে যাই সরি' ;

তোমারি সম্মুখে ধরি
অন্তর-প্রদীপ খানি মোর,
ওগো মনোচোর
বাহিরে তোমায় যত করেছি বর্জ্জন
অন্তরে তোমারে তত করেছি অর্জ্জন !

—০—

পরশ-পাগল

—বুকের মাঝে কেমন করে তাইতে
একটুখানি পরশ তোমার যখন তখন
হয় যে আমার চাইতে !—
না চেয়ে যে থাকা আমার দায়,
তোমার বুকের পরশ যদি না দাও তবে
বুক যে ফেটে যায় !
সকল দেহ শিথিল হ'য়ে আসে
বুকের বসন নয়ন জলে ভাসে।
দেহের যত কাঁপুনি সব থমকে দাঁড়ায়
মনের কিনারায়,
দীর্ঘশ্বাসও রুদ্ধ হ'য়ে বুকের মাঝে
হঠাৎ থেমে যায় !
বলার কথা শিউরে উঠে যেন
কণ্ঠে মিলায় এমন করে' কেন ?

আপন মনের কল্পনাতে সুখের স্বপন
রঙীন করে' বুনি'।
কখন তুমি উঠবে জেগে তাইতে বসে
রাতের প্রহর গুণি'।
ওচোখ দিয়ে চাইলে পাগল হই
ঘুমিয়ে গেলে আবাক্ হ'য়ে রই ;
কি যে কথায় জম্‌ছে ব্যথা
থেকে থেকে প্রাণ যে ওঠে কেঁপে,
তাইত তোমায় এমন ক'রে
আমার বুকে হঠাৎ ধরি চেপে ;
আশঙ্কা যে তা'তেও করে মানা
ঘুম ভেঙ্গেছি এই ব্যথা দেয় হানা।

দুঃখ দিলাম জীবন-ভরা ঘুমের সুখেও
হ'লাম আমি বাদী,
হৃদয়-ক্ষুধা মিটবেনা ত, দোষ নিও না
তা'তেই সাধাসাধি !
বুঝতে পেরেও বুঝতে নারি হায়
এই কথাটা মনে রাখাও দায় !

ঘুমের ঘোরে অনেক কথাই কইছি আমি হয়ত ব্যথা
দিইছি তোমার বুকে
আমার অবুঝ ব্যথার কালি ঘনিয়ে উঠে ছড়িয়ে প'ল
তোমার উজল মুখে !

ভাবতে গেলে পাগল হ'য়ে যাই
দুটো কথা এক ক'রে যে বুঝব মানে
তারও শক্তি নাই !

সকল কথার খেই হারিয়ে সাদায় কালো করি'
তোমায় পাওয়া মনের মাঝে তুল্‌ছি শুধু আবর্জ্জনায় ভরি' !
জানি সবই মন যে মানে না
কি হ'বে তা' ভাবতে জানে না ;

'এখন'টারে পায়ের দাপে ধূলায় ভরে' মনের দর্প
কর্‌ছি শুধু মাটি,
তবু মনে জেনে রেখো মনের যা' তা' মনের মাঝেই
রইবে ঠিকই খাঁটি !

জানি,—
আমার চাওয়ার অনেক বেশী করে'
দেহ মনের অর্ঘ্যদানে আমায় দেছ ভরে' !

তবু,—
দিও তুমি পরাণ-বঁধু পরশ তোমার দিও,
ঘুমের ঘোরে একটী বারও তোমার বুকে নিও।

মায়াবিনী

কঠিন তুমি পাষাণ চেয়েও বেশী
কোমল তুমি নেতিয়ে পড়া লতা
কণ্ঠ কটু নিমের মত ক্ষণে,
ক্ষণে মধু মধু তোমার কথা !

তোমার মুখে রৌদ্র মেঘের রাশি
লীলার ছলে কতই খেলা করে'
ফুলের শোভায় ফোটে বিমল হাসি
কান্না আবার মুক্তা সম ঝরে ।

লতার মত জড়িয়ে কভু ধর
আঁউরে ওঠ তপ্ত পরশ প'লে !
কখনও বা কমল কলি সম
রবির তাপে ফুটছ দলে দলে ।

ঢেউয়ের মত লুটিয়ে পড় কভু
হৃদয়-তটে, উছলে তুমি সারা
নড়িয়ে তুমি সরাও বাহির থেকে
হাড়ের বাঁধন, ভাঙ্গতে মরমকারা

গুরুর মত কঠোর আদেশ দিয়ে
কখনও বা বুঝছ তুমি মোরে,
লুটাও পায়ে দাসীর মত কভু
আমা হ'তে অনেক দূরে সরে !

এ কি তোমার নিত্য নব লীলা
মায়ার খেলা বুঝতে পারি কই ?
পেয়েও তোমায় পাইনা কেন আমি
তাই ভেবে ত অবাক হ'য়ে রই।

মৌন প্রেম

কেন মুখ পানে চেয়ে রও
তোমার মনের কি গোপন কথা
চোখে চোখে তুমি কও ?

কত সাধ যেন হৃদয়ে তোমার
কত আশা যেন প্রাণে,
শত সাধনার গভীর মন্ত্র
শুনালে নীরব গানে !

আমারে দেখিয়া কেন
আয়ত আঁখির পাতায় পাতায়
ব্যথার অশ্রু হেন ?

দু'হাতে তোমারে আনি' আগুলিয়া
বক্ষে আমার ধরি' !
লাজ গুণ্ঠনে আবরি' বয়ান
দূরে কেন যাও সরি' ?

কও কও একবার
হে মোর মৌন মানস প্রতিমা
ছলনা করোনা আর !
বিনয় বচনে প্রবোধ মান না
অভিমানে পাও ব্যথা,
নয়ন মুছা'তে নয়নের জল
তবু মুখে নাই কথা !
তোমার দীরঘ শ্বাসে
পরাণ আমার ফেটে যায় ওগো
অন্তরগ্লানি আসে।
একবার তুমি মুখ ফুটে বল
কি চাই আমার কাছে
তুমি যা' নিয়েছ তা'র বাড়া আরো
কিছু কি আমার আছে ?
কোনও দিন অজানিতে
স্বপনের ঘোরে মোহের মায়ায়
ব্যথা কি দিয়েছি চিতে ?
মৌন প্রেমের মধুর মহিমা
কাঁদায় পাগল মন
অকথিত বাণী আর কত কাল
নীরব র'বে এমন ?
সহিতে পারি না আর
ভিখারী করিয়া কাঙাল জনায়
রুধিলে হৃদয়-দ্বার ?

মূর্ত্ত রাগ

এতকাল ধরে যে গান গেয়েছি
হৃদয়ের তালে তালে,
যে সুর সেধেছি প্রাণপণ করি'
প্রাণের অন্তরালে ;
যে রাগ রাগিণীচয়,
ছিল মোর মন-ময়,
আপনার মাঝে আপনি ফুটিয়া উঠি'
চরণে তোমার পড়েছিল কবে লুটি' ?

সারা জীবনের ভাষাহীন গানে
ছিল কি তোমার ভাষা ?
আমার নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জে
ছিল কা'র যাওয়া আসা ?
সুরের নির্ঝর ধারা,
ভেঙ্গেছে পাষাণকারা,
তবু আমি কিছু জানিতে পারিনি হায়
মধু মূর্চ্ছনা মূরছি পড়েছে পায় ।

মনের আড়ালে ছিল যা মৌন
নিয়ত নীরব তানে,
তুমি আজ তারে করেছ প্রকাশ
আমার মুখর গানে ।

সুরের গুঞ্জরণ,
পাগল করিল মন,
মম সঙ্গীত তব ইঙ্গিতে ভরা
মূর্ত্ত রাগে যে আপনি দিয়েছ ধরা।

ব্যর্থ সঙ্গীত

কত আর গাব গান!
গান গেয়ে মন পাই না তোমার
কেঁদে ওঠে সারা প্রাণ!
ছন্দে গাথায় চাহিয়া তোমায়
লজ্জায় মরে যাই,
সাধা সুর বৃথা খুঁজে ফিরে আসে
কোথা গেলে তোমা পাই?
একবার শুধু, শুধু একবার, একবার ফিরে চাও,
আমার গানের মূর্চ্ছনাটুকু চরণে লুটাতে দাও!

অবশ অঙ্গ ঘেরিয়া আমার
আঁধার নামিল ধীরে,
কণ্ঠ যে মোর রোধ হ'য়ে আসে
পঞ্জর ভাঙ্গে গভীর হতাশে

প্রাণ ফেটে যায় মরণ কাঁদনে
বুক ভাসে আঁখি নীরে !
কতদূর তুমি, কতদূর ওগো, তুমি আছ কত দূরে
তোমার চরণ পরশ লভিতে গাব আমি কোন্ সুরে ?
তুমি কি গানের পারে ?
কেন বুকফাটা সুরের মিনতি
ফিরে আসে বারে বারে !

অনন্ত

তোমার মুখে রূপের আলো
ভুলালো মোর মন ভুলালো
ডুবিয়ে দিল রূপ-সাগরের মাঝে ;
অসীম ঘেরা সাগর বেলা
ঝিনুক নিয়ে ঢেউয়ের খেলা
জলের কণায় রূপের কণা রাজে !

পবন এসে তুফান তুলে
গাইল কি গান সাগর কূলে
অথির পাথার পেলাম না ত থৈ,
রত্ন আশে ডুবতে মানা
ভাগ্য আমার নাই অজানা
মনকে তবু রুধতে পারি কৈ ?

লক্ষ ঢেউয়ে উথলে উঠি'
রূপ যে তোমার উঠ্‌ল ফুটি'
কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টি আমি ধরি' ?
লক্ষ তুমি অসীম হ'লে
বক্ষে আমার পড়লে ঢলে'
বাহুর সীমায় ধর্‌তে যেয়ে মরি।

আমার প্রাণের সকল চাওয়া
মনের মতন রতন পাওয়া
ডুব দিনু তাই রূপ-সাগরের মাঝে
প্রাণ বুঝে না প্রাণের টানে
লক্ষ মাণিক ঝিলিক হানে
প্রাণের মাঝে ; তাই মরে যাই লাজে !

দূরের বঁধু

বঁধু, আছ তুমি কত দূর ?
দূরের ব্যর্থ তিয়াসায় বুঝি
হ'য়েছ এত মধুর !

কাছে থাক তুমি, তোমার প্রভায়
মম চিদাকাশ উজ্জ্বল ভায়
এতটুকু কণা অভার থাকে না
হ'য়ে থাকি ভরপূর !
তাই, মর্ম্ম তোমার মরমে মরমে
তোমার চেতনা সকল করমে
রয়ে যায় তবু থাকে না আবেশ
আমারে ভাব নিঠুর।

দূর হ'তে কাণে পশে অনিবার
কোমল-কণ্ঠী বীণা
ডেকে কয় মোরে অভাগা অবোধ
বুঝি আর ফিরিবি না !

মম, অন্তরে ওঠে কি যে উতরোল
শিরায় শিরায় সে কি কল্লোল,
নখরে নখরে অধরে অধরে
পরশ-পিয়াসা জাগে ;

চঞ্চল হৃদি-সাগর উপরি
অপরূপ রূপ আহা মরি মরি !
নিরখিতে চাই পলকে হারাই
প্রাণে বড় ব্যথা লাগে !

তোমার রূপের সে মধু মাধুরি
কত রসে ওগো ভরা,
দূর হ'তে তব ওই যে লাবণী
অন্তরে পড়ে ধরা।
তব, অঙ্গের ছায় বহে যে মলয়
এত দূরে তবু হয়নি বিলয়,
নীলাকাশ ভরা চাহনি তোমার
পরাণ পাগলকরা।

যদি তুমি ওগো ধরা নাহি দাও
দূরই আমার ভালো
মন-মন্দিরে আরতির দীপ
আপনার হাতে জ্বালো।

আড়ালে

চোখের আড়াল রইলে বটে
মনের আড়াল নও,
চোখের পাতা বুঁজিয়ে জলে
লুকিয়ে মনে রও।

এও কি তোমার খেলা?
মনের মাঝে লুকিয়ে কাটাও
সন্ধ্যা সকাল বেলা!

ডাক্‌লে সাড়া নাইক তোমার
আঁখির আগে কৈ?
এই যে তুমি আমার মনে
কইছ কথা সংগোপনে,
হৃদয় মাঝে শুধুই তুমি
অবাক হয়ে রই!

নয়ন মেলে চাইতে নারি
লজ্জা আসে মনে,
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাওয়া
হৃদয়-পোরা ধনে'?

ওগো হৃদয়-রাণী—
মধুর তোমার মধুর পরশ
ব্যথার প্রলেপ জানি

অসীম হয়ে উঠ্‌লে ফুটে
ছাপিয়ে সারা প্রাণ ;
চোখে দেখার খেদ মিটেছে
মনে পাওয়ার দিন এসেছে,
হৃদয়বীণা তোমার সুরে
উঠ্‌ল গেয়ে গান।

নয়ন যাহার খোঁজ পেলে না
মন পেলে তার দেখা,
আমার সকল প্রাণের পথে
তোমার চরণ রেখা !

বিদায়ক্ষণে

হঠাৎ কালো মেঘের ছায়া নামল মুখে
তোমার যেন,
উতাল ঢেউয়ের পাগল মাতন জাগল বুকে
আমার কেন ?
ও মুখখানি মলিন হ'লে চাইতে নারি
নয়ন ভরে,
তোমার বুকের একটু ব্যথাও সইতে পারি
কেমন করে ?

তাতেই আমি হাসতে গেনু যাবার বেলা
হৃদয় বেঁধে
মন বলে হায় আমায় নিয়ে আবার খেলা'
উঠ্‌ল কেঁদে ;
বাঁধন হারা কান্না তখন জলের ধারায়
আসছে নেমে
আমার ব্যথায় লজ্জানত চোখের পাতায়
রইল থেমে।

সেই যে তোমার বারেক চাওয়া নয়ন তুলে
আমার পানে
আমার সকল দেহখানি উঠ্‌ল দুলে
তারই টানে ;
বল্‌তে যেয়ে ফুটল না মুখ, কোন্‌ যে কথা
কুণ্ঠা লাজে
ঠোঁটের আগায় মিলিয়ে গেল, আজ সে ব্যথা
বক্ষে বাজে !
তোমার বুকের পরশটুকু মিল্‌ল না'ক
বিদায় বেলা,
সে ত' আমার ভাগ্যলেখা নয় ক'
তোমার অবহেলা।
হাজার কথা বেজার হ'য়ে রইল আমার
হৃদয় ঘেরি'
বিদায় বুঝি এমনি নিদয় সইল না আর
একটু দেরী !

দেয়ালা

আজি দেয়ালীর সকল প্রদীপে বিশ্বের সারা প্রাণ
জ্বলিয়া উঠিল রভস রঙ্গে, এ কার অগ্নিদান ?
সুনীল চন্দ্র-আতপের তলে অসীম অশেষ হিয়া
বাঁচিয়া উঠিল কাহার যজ্ঞে জীবনী-মন্ত্র নিয়া ?
প্রাসাদ শিখরে কে জ্বালায় দীপ আঁচল আড়ালে ঢাকি'
কে দেখে কদলী-তোরণের আলো বাতায়ন পাশে থাকি ?
কুটীর দেহলি তুলসীমঞ্চ দুয়ারের আলিপনা
উজল করিল দীপের আভায় কোন্ সন্ধানী জনা ?
একি গো রমণী মনের মাধুরী বিকাশে অগ্নিশিখা
আঁধারের গায় রচিবারে চায় কাহারো স্মিরিতি লিখা ?
হরষ-আলোকে জাগে কি তরাস বাতাসের যাতায়াতে
কেমনে বাঁচিবে এত ছোট প্রাণ এমন আঁধার রাতে !
একি আলো নয় ?—মানব-মনের বাসনার দীপমালা
তবে কেন তার এত আয়োজন, কেন এ আলোক জ্বালা ?
বাসনার শিখা ওই কেঁপে খুন আকাশের মুখ চাহি'
মনের আগুনে দহিছে দশায় পলকের থির নাহি !
প্রাণের প্রদীপ আপনার মাঝে আপনি পুড়িয়া সারা
গভীর আঁধার পাথারের তলে হয়ে গেল দিশাহারা !

উল্কাপাত

উদার আকাশ নীল-নির্ম্মল কিরণোজ্জ্বল ধরণী,
শান্তমধুর বিমলকান্তি স্নিগ্ধ হরিৎ-বরণী !
শ্যামল নব পল্লব-দল ছল-ছল-ছল শিশিরে,
ঘন-বনবীথি মুখরিত, গীতি ভেসে যার দশদিশিরে।
শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় কচিকিশলয় ধরিয়া,
নবীন জীবন সরসধারায় উঠিয়াছে ওই ভরিয়া !
চুম্বনে জরা যৌবন পায়, মৃত পায় প্রাণ চকিতে
অসাড় জাগিয়া সাড়া দিয়ে ওঠে আগুন শিখায় ভখিতে।
কলি ফুটে ওঠে ফুল হয়ে, ফুল আপনা বিলায় গন্ধে
মধু পিয়ে প্রাণ-বঁধুয়া বিভোর গায় নানা সুরে ছন্দে।
উতলা বাতাস মাতাল হইয়া শুধু করে যাওয়া আসা যে,
চারিদিকে রটে যে নীরব কথা কাহার প্রাণের ভাষা সে ?
ইন্দ্রধনুর সাতরঙে রাঙা আজিকে পরাণ লীলাময়
বন্ধুর পথে ঝরঝর ঝরে নির্ঝর,—সরে' শিলাচয়।
উলসি বিলসি কূলে কূলে ভরা অসীমে চলেছে তটিনী,
যৌবন যেন ধরে না বক্ষে নৃত্যচপলা নটিনী।
তরুণ অরুণ-কিরণ আসিয়া পরশ বুলায় নিখিলে
হৃদয় জাগিয়া কহে চুপিচুপি—'গত নিশি তারে কি দিলে ?'
সকাল বেলায় বকুল তলায় খেলার মালাটী পেয়েছি
শত জনমের অতৃপ্ত প্রাণে তাহারেই বুঝি চেয়েছি !
নিমেষে কাটিল সারা দিনমান তন্দ্রা-বিবশ-নয়ানে
শ্যাম-তরুছায়ে আঁচল বিছায়ে অলস-আবেশ-শয়ানে।
সন্ধ্যায় মেঘ ঢেলে দেয় রঙ, সেকি হোরিখেলা আকাশে
দূর সাগরের অজানা গানের সুর ভেসে আসে বাতাসে ;

আমার নিশায় শুধু চাঁদ ওঠে খোলে তারকার বিপণি
শুধু জ্যোৎস্নার গাঢালা আবেশ মুখচেয়ে বুকে কাঁপনি।
দূর হতে শুনে বেণু-সঙ্কেত প্রিয়-অভিসারে চলেছি,
স্বপনের ঘোরে না জানি কি বাণী, কার কাণে কাণে বলেছি!
সে যে প্রিয়তম রূপে অনুপম অন্তর ধন জীবনে
প্রেম-সম্পদে অচলা লক্ষ্মী আমারি রচিত ভবনে।
আঙিনায় তার পায়ের চিহ্ন তারি করাঘাত দুয়ারে
রূপ নিয়ে ফেরে চারিদিকে মোর তাহারি মধুর মায়ারে!

* * * *

পঞ্জর মাঝে তারি নিশ্বাস বক্ষের মাঝে তারি কম্পন উঠেছে,
সারা দেহময় তাহারি আবেশ মনময় সে-ই ভাব হয়ে আজ ফুটেছে।
নয়নে তাহার অপরূপ রূপ, কাণে কাণে তারি মধুময় ভাষা জাগিয়া'
নিশিদিনমান অধরে আমার, তারি অধরের পরশন-মধু লাগিয়া।
হৃদয়ে বাহিরে তারি ফুলদোল, তারি হোরিখেলা উতরোল
হর্ষের একি হিল্লোল ওঠে, সারা প্রাণে আজ ছায় দোল।

* * *

একি হলো কোথায় সে মোহিনী প্রকৃতি
অনুপরমাণু তার প্রাণে দেয় জাগাইয়া ভীতি।
প্রতি অঙ্গে ক্ষত মোর, দীর্ণ বুকে একি দীর্ঘশ্বাস
মৃত্যুর কিনারে এসে কাঁপে প্রাণ, শঙ্কিত বিশ্বাস;
ঐ কাঁপে ধরণীর স্বর্ণাঞ্চল, প্রভঞ্জন আসে
উপাড়িয়া তরুশ্রেণী, মহাবট কাঁপিছে তরাসে।
সাগর হয়েছে ক্ষুব্ধ, তোলে হাত ভাঙ্গিতে আকাশ
তটিনী নাগিনী সম ফেলে যেন বিষের নিশ্বাস!
উত্তাল তরঙ্গ ভরে' ভেসে যায় ফুল ভারে ভার
অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কলি সৌন্দর্য্যের আনন্দ সম্ভার!

ভ্রমর গুঞ্জনহীন খঞ্জন খুঁজিয়া মরে ঠাঁই,
আহত ব্যর্থতা শুধু বুক চিরে বলে 'নাই নাই' !
সূর্য্য ঢাকে ক্ষোভে মুখ, চন্দ্র লুকাইল অন্তরালে
ধরার আলোর ধারা বিমলিন দিক্‌চক্রবালে।
আমার হৃদয়-মণি নিতে চায় কোন্ সে শয়তান
প্রাণ ছিঁড়ে প্রিয়তমে নিতে চায় হেন শক্তিমান্ ?
তিলে তিলে জমাইয়া রাখিয়াছি যেই ধন পুষে'
সেই সে বুকের রক্ত নিশ্বাসে সে নিতে চায় শুষে ?
একদণ্ডে পণ্ড করি উৎসবের সব আয়োজন
কেমনে কাড়িয়া লবে পরাণের প্রিয়তম ধন ?
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া প'ড়ে সৌন্দর্য্য নিমেষে হলো হত
কোন্ অত্যাচারী দৈত্য নিল আজ সর্ব্বধ্বংসী ব্রত ?
ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা ঘনাইয়া উঠি' অকস্মাৎ
বিদ্যুৎস্ফুরণ সনে হানিল কি ভীম উল্কাপাত ?

আষাঢ়ে

আকাশ আজি ভরিয়া গেছে শায়ণ-ঘন-জলদে
চকিত চোখে চপলা চলে চমকি';
মেঘের ডাকে ধরণী কাঁপে শরীর উঠে শিহরি,
ঘাটের পথে দাঁড়ায় বধূ থমকি !

বিরামহীন বাদল-ধারা, ঝরিছে দিন যামিনী
ডাহুক সাথে ডাহুকি ডাকে সঘনে,
পুলক ভরে নৃত্য করে ময়ূর আজি চাহিয়া
সজল-মেঘ-কাজল-পরা গগনে।
নদীর জল উঠিছে ফুলি দু'কূল গেছে ছাপিয়া
সাগর পানে ধাইছে কত পুলকে
সাগর আজি বিথারি দেছে আগল-হারা হিয়ারে
শতেক প্রাণ আঁধার মাঝে ঝলকে।
আজিকে শুধু ভাবিগো বসে কুসুম-নিভ-পরাণে
নিঠুর আমি কেমনে দলি চরণে
এসেছি চলে দেখিনি চেয়ে কাজল-আঁখি সজল
নয়ন জলে বাজিছে তাই স্মরণে।

দরদী

বুক ভরে' দিলে অধর-সুধায়
প্রাণ ভরে' দিলে গানে,
ফুটাইলে তুমি দেহ-লাবণ্য
অমিয় পরশ দানে।
নয়নে চাহিয়া খুলিলে নয়ন
অনুরাগ রাগে ভরা ;

সঙ্গীতে শত ইঙ্গিত দিয়ে
আপনি দিয়েছ ধরা।
অভিমান-রেখা টানিয়া ভূরুতে
নামা'য়ে আয়ত আঁখি,
গণ্ড-গেলাসে গোলাপী সরাব
ভরপূর করি' রাখি'
মূক হ'য়ে শত নীরব ভাষায়
মুখর হইলে তুমি,
প্রাণের তৃষ্ণা বাড়াইয়া দিলে
শুধু একবার চুমি।
কুসুম-কোমল অধর তোমার
পদ্মের দু'টি দল,
প্রেম-মহিমায় মাধুরী-রক্তে
করিতেছে ঢলঢল ;
যুগল বাহুতে বাঁধিয়া জানালে
হৃদয়ের ব্যাকুলতা ;
প্রকাশ করিলে কতভাবে তুমি
গোপন মনের কথা !
আকুল আবেগে জড়ায়ে বক্ষে
শিহরিয়া দিলে দেহ,
দরদীর দানে ভরিয়া উঠিল
আমার শূন্য গেহ !

বিদায়-বেলা

আজি বড় দুখ এই ভাঙ্গা বুক
দহিছে,
কাল যে বিদায়, কাণে কাণে তাই
কহিছে।
বীণা ফেলে দাও, পূরবী কি আশা-
রাগিণী
বাজায়ো না আজ, হাতে ধরি অনু-
রাগিণী!

শুধু, মাথাটি তোমার বুকে মোর দাও
এলায়ে,
দূরে থেকেনা গো আজি বিদায়ের
বেলা এ!
আজিকার রাতে একটী কথাও
ক'য়োনা
কাজল নয়নে যেন জল-ভার
ব'য়োনা!

চারিদিকে শুধু মলিন নীরব
মায়াটি,
বিছাইয়া দিক অসীম অটুট
ছায়াটি!

ছেড়ে দিতে আর ছেড়ে যেতে বাজে
হৃদয়ে,
কথা ক'য়ে তার ব্যথা কি বাড়া'বে
নিদয়ে ?

আজিকার দিনে কালিকার কথা
তুলো'না,
মিলন-লগন পলে চলে যায়
ভুলোনা,
আজি পলকের পুলকের মহা-
রজনী,
শুধু বুকে এসো বাহু-পাশে বাঁধ
সজনী !

বর্ষ-স্মৃতি

দিনগুলো সব উড়ো-পাখী
কেমন করে' এসেছিল
জোড়া দেয়া আমার বুকের খাঁচাতে,
পালকে তা'রা আলোক মাখি'
পুচ্ছ তুলে নেচেছিল
বুকের জমা রক্তটুকু নাচাতে ॥

মনের আদার দিইছি তারে
যতন ক'রে আপন হাতে
ভুবন-ভোলা কণ্ঠ সুরে ভেসেছি,
মনে পড়ে দিবস রাতে
সেই কথাটি বারে বারে
মিথ্যারে কি শুধুই ভালবেসেছি ?

দিনগুলো সব ফাগুন দিনে
বকুল হ'য়ে ফুটেছিল
শুকন শাখার সকল পাতা ভরিয়া,
কুড়িয়ে নেবার মানুষ চিনে
আপন মনে হেসেছিল
আঁচলে মোর আপনি প'ল ঝরিয়া।

উতোর হাওয়ায় সজাগ হ'য়ে
পরাণ-বঁধুর পথের পানে
রইল চেয়ে মনটি আমার দুরন্ত,
হারিয়ে যাওয়ার ভয় ভাবনায়
রেখেছিলাম আগ্‌লে প্রাণে
আজ দেখি হায় দিনগুলো মোর ফুরন্ত।

দিনগুলো যে প্রাণ-সাগরে
উতাল মাতাল পাহাড় প্রমাণ
ঢেউ তুলিয়া কল্লোলিয়া ছুটেছে,
তপ্ত বালির সেই সায়রে
বিলিয়ে দিয়ে সমস্ত প্রাণ
আহ্লাদে যে তটের বুকে লুটেছে !

তীরের তরী বাঁধন কাটি'
ভাসিয়ে দেছে দিল-দরিয়ায়
　　আজকে তারা তেমনি বাঁধা কূলে কি ?
মরীচিকার আব্‌ছায়াটি
আঁখির আগে, বুক ফেটে যায়
　　সাগর শুকায় আমারি কোন্ ভুলে কি ?

দিনগুলো মোর জ্যোছ্‌না রাতের
সমস্তটুক আবেশ নিয়ে
　　ঘুমিয়ে যেত আশায় ভরা বুকেযে,
কণ্ঠে মালা প্রিয়ার হাতের
আকুল অধর-সুধা পিয়ে
　　রঙীন প্রাতে উঠত জেগে সুখেযে !

সারা দিনের সকল স্মৃতি
ঘনিয়ে উঠে সন্ধ্যা বেলা
　　বিছিয়ে দিত মিলন-মধুর মায়াটি,
গভীর প্রেমের এই কি রীতি
এইকি প্রিয়ার প্রেমের খেলা
　　ওই সুদূরে অখির ধূসর ছায়াটি !

———০———

ফিরে চল

ওরে, তুই যদি এত দুর্ব্বল, এত অক্ষম, এতই দৈন্য তোর
তবে কেন বল্ বাহিরিলি পথে, এতদিন পরে, রাত না হইতে ভোর ?
তুই ভেবেছিলি—শেষ-যামিনীর একটু আঁধার এখনি কাটিয়া যাবে
চেনা-পথ ছেড়ে যেতে নাহি যেতে, নয়ন আমার ঊষার আলোক পাবে,
পরিচিত স্বর-লহরীর মাঝে প্রভাতের পাখী এখনই ধরিবে তান
বন-মল্লিকা সেফালি দু'হাতে গন্ধ বিলা'য়ে বিভোর করিবে প্রাণ,
ভোরের বাতাস কাণে কাণে মোর ক'য়ে যা'বে 'ওগো হয়নি তোমার ভুল'
তোরই চেনা-লতা ক'বে কত কথা দু'কাণে পরিয়া নিশির শিশির-দুল।—

ওরে নির্ব্বোধ, ভেবেছিলি তোর এই পথই চেনা, হবে দেখাশুনা
চির-পরিচিত সনে,
আপন গরবে উপেখি' আঁধার, তাই বুঝি তুই চলেছিলি আনমনে ?
তাকি হয় ? তোর চেনা-পথ কোথা ?—কবে কা'র দেখা ?—
কিসেরই বা পরিচয় ?
স্বপনে বা মনে অথবা কি ক্ষণে দেখছিস যা'রে, সে কিরে আপন হয় ?
আপনার মনে তুলিয়া তর্ক, কত দিন রাত করেছিস যদি হেলা
আজ কেন তবে নিশার আঁধারে করিবারে সাধ প্রাণ ল'য়ে ছেলা খেলা !

তুই ভেবেছিলি প্রভাত বেলায় প্রাণের খেলায় বিজয়-মাল্য প[illegible]
ফিরে যাবি ঘরে নর্ম্মসখার দুটী হাত ধরে' সবে বিস্মিত করি'
শ্যামল অঙ্গ বহিয়া গলিয়া পড়িবে তোদের তরুণ কিরণ রাশি
যাত্রা সফল ভাবিয়া কমল কৌতূকভরে আপনি উঠিবে হাসি !

পাখী গেয়ে যা'বে বন্দনা-গান, জাগাইয়া প্রাণ নবযাত্রার পথে
রচিয়া স্বর্গ সুখের স্বপন ইন্দ্রধনুর কল্পনা মনোরথে!
ঘরের দুয়ারে আসিয়া সহসা বাঞ্ছিত-ধনে বক্ষে আগুলি' ধরি,
মুখপানে চেয়ে কহিবি আদরে, শত চুম্বনে অধর গণ্ড ভরি,—
'তোমারে খুঁজিতে বাহিরিনু পথে, কখনও ভাবিনি পা'ব
তোমা হেন ধনে,
জনমে জনমে ছিলে বুকে মোর, ছিলেগো আমার সকল পরাণ মনে!
এই দেখ বুকে তোমার পরশ, অধরে তোমার মৃদু মধু পরশন,
তব পথ চেয়ে অপলক আঁখি—এতদিন পরে এলে কি পরাণ ধন?
তোমার মানসী মূর্ত্তিটী আছে কত রূপ নিয়ে, সুন্দর হ'য়ে
অন্তর মাঝখানে,
কাণে লেগে আছে স্বর-মূর্চ্ছনা, মধুর হইয়া উঠিতেছে তব গানে।"
কভু নিবি বুকে বুকের পরশ, দু'টি হাত নিয়ে নয়নে বুলা'বি কভু,
শুধু মুখ' চেয়ে কাটাবিরে কাল তৃষিত পরাণ তৃপ্ত হবে না তবু।
চুম্বনে ক্ষণে যৌবন-সুধা জীবন-মরণ-সিন্ধু মথন করি'
চিরকাল তরে ওরে ও কাঙাল, রেখে দিবি তোর শূন্য হৃদয় ভরি'।
তোর সে প্রাণের প্রিয়তমা সখী, নামাইয়া আঁখি কহিবে মধুর ভাষে,—
—"তোমার ও-বুকে যদি ঠাঁই পাই, পরাজয়ে বল কি আমার যায় আসে?"
এই ভেবেছিলি, এঁকেছিলি ছবি কতনা বর্ণে মনের মতন করি'
তাইরে পাগল ছুটে এলি চলে, চলেছিস তাই আজও এই পথ ধরি'!
ফিরে চল্, ওরে ফিরে চল্ তুই, ওরে দুর্ব্বল, ওরে ও দৃষ্টি-হীন,
—শেষ রজনীর ঘোর কেটে যা'ক ঊষার আলোকে ফুটিয়া উঠুক দিন!
হৃদয়ে যাহারে আপনার জানি প্রিয়তম ব'লে অন্তরে দিলে ঠাঁই
আজ তারে শুধু মন দিয়ে চাও স্বরূপ তাহার তোমার বাহিরে নাই।

ভাগ্যলক্ষ্মী

তুমি এলে উৎসবের আনন্দ-মুখর এক রঙীন সন্ধ্যায়
সন্ধ্যা-মণি রজনীগন্ধায়
আবরিয়া তনুখানি ; লীলায়িত আনন্দের খনি,
আমার নয়ন-আগে দাঁড়া'লে যখনি
ভরিয়া সুবর্ণ ঝাঁপি কল্যাণের পঞ্চশস্য দিয়া,
তখনি কাঁপিল মোর হিয়া
অজানিত আশঙ্কায় ;
মর্ম্মের সহস্র তন্ত্রী ব্যথিয়া উঠিল বেদনায় !

তুমি এলে, তা'রি সাথে এল প্রিয়ে, সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাত।
তরুণ অরুণ-দীপ্ত যৌবনের নির্ম্মল প্রভাত
দীর্ঘশ্বাসে হ'য়ে এল ম্লান ;
আমার সমস্ত প্রাণ
বক্ষ পঞ্জরের দ্বারে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গম সম
তোমারি সকাশে প্রিয়তম,
ছুটে যেতে লুটে প'ল বারবার,
দেখা তবু পেল না তোমার !

বসন্তের শুভ আগমনে
যে ফুল ফুটিয়াছিল মর্ম্মতলে নিকুঞ্জ কাননে ;
কুঁড়ির মাঝারে তার ফুটিবার বেদনা গভীর,
সারাদিন ব'য়ে গেল দখিনা-সমীর
ব্যর্থ হ'ল আসা-যাওয়া তার।

হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার
মর্ম্মছেঁড়া করুণ-কাহিনী, ব্যক্ত হ'ল ভ্রমর গুঞ্জণে,
ভুঞ্জি' মধু ক্ষণে ক্ষণে
প্রলুব্ধ করিয়া ফুলে বাড়াইল বিরহের ব্যথা ;
হৃদয়-মাধবী-লতা
এতটুকু পেল না আশ্রয় ;
কলি বুঝি ফুটিবার নয় !
বসন্ত বিদায় নিল শুষ্ক কলি দীর্ণ কিশলয়ে
হৃদয়-শোণিতে লেখা স্মৃতি-রেখা রাখি' দিগ্বলয়ে !

তুমি এলে, সঙ্গে করে নিয়ে এলে অফুরন্ত হাসির সম্ভার
নিমেষে উল্লসি' ওঠা সমুদ্রের তরঙ্গ অপার ;
দুলিয়া ফুলিয়া উঠি' ধেয়ে এলে কল কল কল,
রৌদ্রতপ্ত বালু তট তল
ব্যগ্র বাহু আলিঙ্গনে ঘিরি'
ক্লেদসিক্ত ম্লান দেহে মুহূর্ত্তে পাথারে গেলে ফিরি,
বুকে নিয়ে আঘাত নির্ম্মম !
প্রাণের অধিক প্রিয়তম
একান্ত নিকটে এসে হয়ে গেছ নিতান্ত সুদূর,
নিয়ে এলে হাসি রাশি, রেখে গেলে ক্রন্দনের সুর
অনন্ত এ সমুদ্র বেলায় !
শ্রান্ত দীর্ঘ অবেলায়
শুধু শুনি বেদনার বাঁশী—
রজনীর অন্ধকার ঢেকে দেয় দিবসের হাসি !

তুমি এলে শিরে বহি পরিপূর্ণ পূজার থালিকা,
যে নব মালিকা—
নিরালায় বসি তুমি সযতনে রচিলে সুন্দরী,
আপনার লাবণ্য মাধুরী
প্রতি পুষ্পে মাখাইয়া তার, দিলে মোর গলে,
তখন কি জানিতে সরলে
কোরকে কোরকে তার কীট জাগে অতি ভয়ঙ্কর ?—
বিদীর্ণ করিয়া নিরন্তর
ফুল্ল কুসুমের মালা, মধুগন্ধ নিশ্বাসে নাশিয়া
সন্তপ্ত করিবে শুধু হিয়া ?
এনেছিলে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অন্তরের শেষ নিবেদন
সঙ্গে করে ফিরে গেলে মর্ম্মছেঁড়া গভীর বেদন।

বিড়ম্বনা

তোমার গলে দিইছি মালা
সেই ত' আমার লজ্জা,
অগ্নি-মরু-মরীচিকায়
হায়রে বাসর শয্যা !

ফোটা ফুলের দলে দলে
কাঁটার জ্বালা তীক্ষ্ণ,

তোমার সিঁথেয় দিলাম চিতার
ছাই—সধবার চিহ্ন!

বিয়ের চেলী রঙীন হ'ল
দীর্ণ বুকের রক্তে,
ধূপের ধোঁয়া ক'রলে আঁধার
দীপান্বিতা নক্তে।

হায়রে যুগল প্রাণের মিলন
হায় বরণের অর্ঘ্য,
মুগ্ধ আঁখির স্নিগ্ধ জ্যোতি
হায় হৃদয়ের স্বর্গ!

হায়রে আমার মনের মাণিক
হায় হৃদয়ের রত্ন,
কলুষহরা জলুষ ভরা
কি জানি তার যত্ন।

ওরে আমার পাথার জলের
জ্যোৎস্না মাখা ঢেউটি,
বিজন আঁধার ঘরের কোনে
যত্নে জ্বালা দেউটি!

ওরে আমার ফুল বাগিচার
ফুলের সেরা পদ্ম,
ওরে আমার চাঁদনী রাতের
জ্যোৎস্না অনবদ্য!

মধুমালতী

ওরে আমার মুকুল বনের
বকুল বুকের গন্ধ,
ওরে আমার নিশি ভোরের
উতোর হাওয়া মন্দ !

ওরে আমরা সাগর-বেলায়
কুড়িয়ে পাওয়া শুক্তি
স্বপন-ছোঁয়ার মোহন মায়া
অরূপ রতন মুক্তি !

তোমার রূপে মুগ্ধ আঁখির
সে কি ব্যাকুল দৃষ্টি,
মন-চাতকের আকুল তৃষায়
বচন-সুধার বৃষ্টি !

নখের ডগায় বহ্নিশিখায়
জ্বলছে রূপের দীপ্তি
বাহুর পাশে বক্ষে বেঁধে
কি সে গভীর তৃপ্তি !

অধর প'রে অধর পরশ
ক্ষেপায় শিরা মজ্জা
অথির বুকের থির সাগরে
হায়রে শেষের শয্যা !

ব্যথার দান

আমার গলে পরিয়ে দিলে বরণমালা,
তার যে জ্বালা
এতখানি
তাকি জানি ?

তোমার বুকের রক্ত দিয়ে ফুলগুলি সব রাঙিয়েছিলে,
গেঁথেছিলে
আপন হাতে
নিজন রাতে ;
এই অভাগায় তাই দিয়ে যে কর্‌লে বরণ,
ওগো আমার মনোহরণ,
সে যে মরণ
সেই কথাটা জান্‌লে পরে
আমার প্রাণের বরণ ডালা সেই বেদনায় উঠ্‌ত ভরে'।

বাসি পলাশ ফুলের মত
ঠোঁট দু'খানি ; নয়ন দু'টি বারেক তুলে কর্‌লে নত,
দেখতে পেলাম মধুর হাসি
সে যে তোমার সর্ব্বনাশী -
জীবন ভরা ব্যথায় ঝরা মন্‌মাণিকের টুক্‌রোখানি
তাকি জানি ?

বিষের সাগর সেঁচে দিলে মানিক হাতে,
জল্‌ল আমার আঁধার রাতে ;
এখন দেখি সেই যে আলো
তাতেই আমার সব হারালো।

আমার ঘরে,
তোমায় যেমন নিইছি সকল শূন্য করে,
কণ্ঠে আমার তোমার হাতের বরণমালা,
মণির আলা
উজল হ'য়ে আছে জানি আঁধার মাঝে,
তবু কেন বক্ষে বাজে
মিলনরাতের সেই এতটুক্ হাসির কণা ?

দেয় যে জনা
আনন্দ কি তারই একা,
এমনি লেখা
নেয় যে তাহার ছার কপালে ?
বুকে তাহার আগুন জ্বালে
একটি কথা,—
পেয়েছি সে কি শুধু হৃদয়ভরা নিদয় ব্যথা ?

অদৃষ্টের পরিহাস

ব্যথা কি লাগে না মোর প্রাণে ?
একান্ত নিরালা ঘরে
শ্রান্ত মন ওঠে ভরে'
দূর দূরান্তের এক মর্ম্মছেঁড়া গানে ।

ধ্বনিতে ব্যথিয়া ওঠে প্রাণ,
স্তব্ধ দ্বিপ্রহর ছেয়ে,
উন্মাদিনী আসে ধেয়ে
কি করুণ কাতর আহ্বান !

নিমেষে দুলিয়া ওঠে মন,
তবু যে পারিনা যেতে
অমৃতে পরাণ পেতে
দগ্ধ বুকে স্নিগ্ধ পরশন ;—

সে যে অদৃষ্টের পরিহাস !
মনে হয় সব ফাঁকি,
মর্ম্মের বেদনা ঢাকি'
রাত্রি-দিন ফেলি দীর্ঘশ্বাস,—

কাটিয়া যাইবে গোণা দিন !
যতদূর দেখা যায়
সুদূর স্বপ্নের প্রায়
সুখস্মৃতি হয়ে আসে ক্ষীণ !

কোথা মোর মানসী কল্পনা ?
কে রাক্ষসী মায়াবিনী
শিখাইল বিকি-কিনি
তুচ্ছ সুখ স্বার্থের জল্পনা !

কোথা মোর হৃদয়ের ধন—?
নয়ন আবরি' মোর
অলক্ষিতে কোন চোর
তিলে তিলে করিছে হরণ ?

তোমা পানে চেয়ে হাসি পায়,
লো মোর হৃদয়-রাণী
মুখে যে সরেনা বাণী
অশ্রুজলে বুক ভেসে যায়!

তবু তুমি চেয়ে মুখপানে,
আশায় বসিয়া রবে,
অশেষ লাঞ্ছনা সবে
গলে' যাবে বেদনার গানে।

হায় হায়, এত বিড়ম্বনা !
প্রাণ দিয়ে অপমান
আনন্দের প্রতিদান
পেলে মাত্র মৃত্যু-সম্ভাবনা !

মধুমালতী

মধুমালতীর ফুল্ল কুসুমে গাঁথিয়া মালা
শুধু আরতির অছিলায় দিনু গরল জ্বালা ?
গন্ধ ও মধু দীরঘ নিশাসে উবিয়া যায়,
চরণের তলে দলগুলি বুঝি ঝরিছে হায় !
জীবন ভরিয়া যে ফুল তুলেছি আপন হাতে
কাঁটার ব্যথায় রচিয়া মালিকা নিজন রাতে
দিয়েছিনু গলে, প্রিয়তমা বলি বরণ করি',
মিলনের আলো কেমনে ফুরালো জীবন ভরি' ?

দেবতা কি আজ বধির হয়েছে মৌন মূক
স্বর্গ-বিলাস ভুলায়ে রেখেছে মর্ত্ত্য দুখ ?
বিশ্বাস আজ মনের কিনারে কাঁপিয়া খুন,
পাঁজরের হাড়ে এতদিন পরে লেগেছে ঘূন ;
তৈল-বিহীন প্রদীপের বুক পুড়িয়া ছাই,
উর্ণনাভের বেড়াজালে ঘেরা মুক্তি নাই !
মনের কোণা যে কালি ঝুলে ভরা অন্ধকার
দেবতা খুঁজিয়া দেখি' দেউলের বন্ধ দ্বার !

গ্রন্থকার প্রণীত

“পল্লীব্যথা”র পরিচয় পত্র

"পল্লীব্যথা"র পরিচয়-পত্র

প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩২৮

পল্লীব্যথা।—কবিতার বই। ডক্‌টার রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভূমিকায় এই কবিতাগুলির প্রাণের পরিচয় দিয়াছেন। যে-সব মূক-মুখে ভাষা নাই, সেই-সব পল্লীবাসী সাধারণ জনের ব্যথাগুলিকেই কবি ভাষা দিয়াছেন; চাষার নিষ্ফল আশা, চাষার উপর জমিদারের জুলুম, সমাজের জুলুম, ভদ্রনামধারীদের জুলুম প্রভৃতির যে-সব ব্যথা তা'রা নীরবে নিরন্তর সহ্য করে, সেইগুলিকে কবি লোক-চক্ষে তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়াছেন—যদি কা'রো হৃদয় স্পর্শ করে ও এই ব্যথার সান্ত্বনা দিবার ইচ্ছায় তার সুপ্তশক্তি জাগিয়া ওঠে এই উদ্দেশ্যে। সব কবিতাই প্রাণের দরদ দিয়া লেখা; পল্লীর ছবিগুলি বেশ ফুটিয়াছে; কবিত্ব সম্পদেরও অভাব নাই।

প্রবর্ত্তক—১৩২৭

পল্লীব্যথার বাহিরের বাঁধাই সুন্দর। তার চেয়ে সুন্দর গ্রন্থারম্ভের ভূমিকাখানি। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর, মমতাকরুণ হৃদয়পটে কবি বাংলার আসল ও সাচ্চা হৃদয়খানি তুলিয়া ধরিয়াছেন যে ছন্দোময় বেদনার গানে—সব চেয়ে সুন্দর সেই বেদনা, সেই গান। বলিতে কি, বইখানি আমাদের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে।

* * * *

সাবিত্রীপ্রসন্ন বাবুর হৃদয়ে খাঁটি কবিত্ব লুকাইয়া আছে। "কাঙালের নাকি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নাই, সুখ দুখ হাসি মিছে" কবি সেই কাঙালের হৃদয় লইয়া আপনার নয়নের জলে তাহাদের নয়নের জল মিশাইয়াছেন, "পাঁজর ভাঙ্গিয়া নিশিদিনমান যা'দের বহিছে দীর্ঘশ্বাস", তা'দের তপ্তশ্বাস আপন শ্বাসে মাখাইয়া ফুটাইয়াছেন, আর অপূর্ব্ব শ্রী ও কারুণ্যে, মমতা ও মাধুর্য্যে ভরিয়াই ফুটাইতে পারিয়াছেন। ভূমিকালেখকের সহিত আমরাও বলি কবির এই করুণ পল্লীব্যথা আরও জাগুক, দেশময় সে ব্যথা জাগিয়া অসংখ্য দুঃখময় দেহে ব্যাপ্ত হইয়া একটা বিরাটতর জাতির জীবন গড়িয়া তুলুক। এইরূপ ঘননিবিড় ভাবুকতার প্রত্যক্ষ সাহিত্যের

মূল্য ছাড়া একটা জাতিগঠনকারী পরোক্ষ মূল্যও আছে। বাংলায় জাতীয় বিদ্যালয়ে এরূপ বই-ই উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলিয়া পাঠ্য হইবার উপযোগী।

নারায়ণ—মাঘ ১৩২৭

'পল্লীব্যথা' পল্লীর অযত্নকণ্টকিত বিজন পথের ঝরা ফুল, এ ভাবের কবিতা নয় প্রাণের কবিতা। সাবিত্রীর কবিতায় ঘরের আলপনা আছে, "বাঁশের খুঁটি তা'তে খানিক কোষ্টা বাঁধা" গ্রাম্য ছবি আছে, "কনে-চন্দনের" উৎসব মঙ্গল স্নিগ্ধতা আছে। এই পল্লী-দেবীর দেউল আজ উৎসবহীন, দেশ মরিয়াছে তাই দেশাত্মা আজ রূপহারা। সে বেদনাও "পল্লী ব্যথা"য় করুণ হইয়া বাজিয়াছে—"সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় জ্বলে না প্রদীপখানি!" * *

ঢাকা রিভিউ—ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৭

যাঁহারা মাসিক-সাহিত্যের খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁহাদের নিকট সাবিত্রীবাবুর নাম অপরিচিত নহে। আর যাঁহারা কবিতা পাঠ করা নিতান্ত অসভ্রতার কার্য্য মনে করেন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই একবাক্যে বলিবেন সাবিত্রীবাবু শুধু কবি নন, সুকবি বটে। কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের মমতামণ্ডিত "পল্লীব্যথা"র সুর আমাদের প্রাণকে মোহিত করিয়াছে। * *

সোণার পল্লী আজ অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে—"প্রেতছায়া প্রাণহীন, স্তিমিত-নয়ন।" * * *

"মানুষের দেহে প্রেতের নৃত্য রণতাণ্ডব সম,
আপন রক্ত আপনি শুষিছে নিষ্ঠুর নির্ম্মম!"

চারিদিকেই অত্যাচার ও অবিচারের অট্টহাস্য! যাহার প্রত্যহ দু' মুষ্টি অন্ন জোটে না, তাহারও 'জুলুমদার'এর কবল হইতে মুক্তি নাই! তাই কবি ঘৃণার হলাহল ঢালিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ জমিদারের 'জুলুমদারী'র সজীব চিত্র দেখাইয়াছেন;—

* * * *

যমুনা—চৈত্র ১৩২৭

'পল্লীব্যথা' কবিতা-পুস্তক। আজকালকার তরুণ কবিদের অনেকের কবিতার অর্থবোধ করা এক দুরূহ ব্যাপার! তাঁহারা যেন এই পৃথিবীর সহিত বড় একটা সম্বন্ধ রাখিতে চান না। * *

আশার কথা; আনন্দের কথা—সাবিত্রীপ্রসন্ন ঠিক সেই শ্রেণীর কবি নহেন। আলোচ্য কবিতা গ্রন্থখানির মধ্যে অচিন দেশের অজানা বার্ত্তা নাই; আধ্যাত্মিকতার ভান নাই—আছে দুঃখ দৈন্যময় দেশের প্রতি সমবেদনাব্যথিত হৃদয়ের আন্তরিক উচ্ছ্বাস। বিশ্বের বাণী নাই—আছে বাঙ্গলার পরপদদলিত উপেক্ষিত দরিদ্রের কাতর হাহাকার। ভূমিকায় শ্রদ্ধাষ্পদ শ্রীযুক্ত রাধাকমল বাবু সত্যই বলিয়াছেন—"আমাদের চির নূতন, চির পুরাতন নিথর-নীর 'পাগলাদহ' ও 'পেত্নীতলার ঘাট', 'রামনগরের হাট' ও 'দুধপাতিলার মাঠ' হইতে যে হাওয়া কবি আনিয়াছেন, তাহা তরুণ-উষার আলোকে সজীব।" * *

সাবিত্রীপ্রসন্ন বাঙ্গলার সাহিত্যরসিকসমাজে অপরিচিত নহেন। শব্দ ঝঙ্কার, ছন্দের লঘু ভঙ্গিমা ইত্যাদি প্রত্যেকটী কবিতার মধ্যে একটা অনাড়ম্বর সহজ প্রবাহের মত বহিয়া গিয়াছে। গাঁয়ের কায়ায় 'চিত্র' 'তুচ্ছের সম্মান' 'চাষার আশা' কবিতা কয়েকটী পাঠকের মনে পল্লীজীবনের সহজ সরল দৈনন্দিন কর্ম্মের স্বাভাবিক চিত্রের স্মৃতি উদ্বোধিত করিয়া দেয়। সহুরে সভ্যতার লৌহকবলে সর্ব্বস্বহারা পল্লীর বিষাদক্লিষ্টরূপ কবি বুক দিয়া অনুভব করিয়াছেন। দরিদ্র কৃষক মজুরের দগ্ধ দুর্ভাগ্যের উপর প্রবলের পৈশাচিক তাণ্ডব 'অশরীরি প্রেতের' নৃত্য অপেক্ষাও ভীতি উৎপাদক। 'জুলুমদার' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অকেজোনারী' পর্য্যন্ত প্রত্যেক কবিতাই অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, পীড়নের জীবন্ত আলেখ্য। পঙ্গু স্থবির সমাজের নীরব ঔদাসীন্য, স্বার্থলোলুপ জমিদার ও ধনীর অপ্রতিহত অত্যাচার, পদদলিত দরিদ্রের মর্ম্মান্তিক উক্তি প্রত্যেক কবিতার মধ্য হইতে রুদ্র-করুণ রাগে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। * *

গৌরবময় দেশ-মাতৃপূজার পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া আজ যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁহাদেরই অন্যতম। পরাজয় ব্যর্থতার মধ্য দিয়াও বিগ্রহ রক্ষা করিতে হইবে। তাই 'প্রেতের ছায়া' দেখিয়াও কবি ভীত হন নাই, নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, যতবার ব্যর্থকাম হইয়াছেন,

ততবারই "ঘরের মায়ায়" আবার নূতন উগ্যম নূতন শক্তি লইয়া 'পল্লীমা'র বুকে ছুটিয়া গিয়াছেন। * * *

উপাসনা—মাঘ ১৩২৭

শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্নের "পল্লীব্যথা" বঙ্গসাহিত্যকে নূতন সম্পদে ঋদ্ধ করিয়াছে। দুঃখ শোক রোগ দৈন্য প্রপীড়িত বাংলা দেশের পল্লীভূমির যত প্রকারের বেদনা আছে কবি প্রায় সবগুলিই কারুণ্যমধুর অনাড়ম্বর ভাষা ও ভাবে ছন্দিত করিয়া এই পুস্তকখানিতে গ্রথিত করিয়াছেন। * *

বঙ্গে কৃষক ও নিঃস্ব পল্লীবাসীগণের জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য, শোক সান্ত্বনার বার্ত্তা ও তাহাদের সংসারের গুহ্যতম রন্ধ্রেরও সংবাদ, সাবিত্রীপ্রসন্নের ন্যায় বঙ্গের আর কোনও কবি এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ঝঙ্কৃত করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। দুই একজন ব্যতীত পল্লীবাসীগণের মর্ম্মবাণী এত বেশী দরদের সহিত এত বেশী আন্তরিকতার সহিত আর কোন কবি শুনাইতে পারেন নাই। এই-খানেই শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্নের বিশিষ্টতা। * * *

কবির বর্ণনা কুশলতা অনুপম। শুধু কৃষকের সুখ দুঃখের স্নিগ্ধ সজল আলেখ্য নহে, কৃষকের সংসারের অবিকল চিত্র ও পল্লী প্রকৃতির হুবহু চিত্রের অঙ্কনেও কবি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন— * * *

কবি কৃষকের সুখদুঃখের বার্ত্তা কৃষকেরই ভাষায় জ্ঞাপন করিয়াছেন—সেজন্য ভাবের সহিত ভাষার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। কৃষকের ভাষায় এরূপ পর্য্যাপ্ত অধিগতি অন্য কোন কবির কাব্যে আমরা পাই না। * *

সমগ্র পুস্তকখানির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শিরা উপশিরা ভরিয়া একটী সহানুভূতিময় স্নিগ্ধ মধুর কারুণ্য রস শোনিত ধারার ন্যায় সঞ্চালিত—সেই হিসাবে ভাইফোঁটা, বধূর ব্যথা, কয়েদী ও শোকাতুরা কারুণ্য রসমাধুর্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্নিগ্ধ ও মেদুর। 'আসামী' কবিতার সরল প্রকাশ ভঙ্গিতে মুগ্ধ হইয়াছি। 'রতন-কুলী' কবিতায় কুলী জীবনের শোণিত-রাঙা চিত্রটী বঙ্গসাহিত্যের চিত্রশালায় উজ্জ্বল হইয়া রহিবে। 'গ্রহের ফের' কবিতাটী একেবারে জাতীয় চিত্র, ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থাই পাশাপাশি আলিখিত। * *

'বধূর ব্যথা' বঙ্গের সামাজিক জীবনের ও 'শোকাতুরা' পারিবারিক জীবনের নিখুত চিত্র। বিষয়োপযোগী ছন্দোনির্ব্বাচনে কবির কুশলতা অপূর্ব্ব। * *

এই কবির রচনায় গভীর আন্তরিকতা আছে, হৃদয়ের সরস মাধুর্য্য, বিশ্বমানবের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি, দেশপ্রাণতা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, ভাষাসম্পদ, চিত্রাঙ্কনীপ্রতিভা ছন্দোবৈচিত্র্য এবং ছন্দোরচনায় কুশলতা সমস্তই বিদ্যমান আছে। * *

প্রতিভা—শ্রাবণ ১৩২৮

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন বঙ্গের শক্তিমান নবীন কবিগণের অন্যতম।

যে মর্ম্মন্তুদ বেদনায় আজ সারা বিশ্ব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যে নিরুদ্ধ হাহাকার আজ ভাষাহীনকে মুখর ও অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিয়া তুলিয়াছে, দরদী কবির অন্তর-বীণার তারে তারে বিশ্বের এই মর্ম্ম বেদনা পল্লীর করুণ ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

পল্লীব্যথা কল্পনা-জীবির সৌখীন ব্যথা নয়, ইহা দরদীর অশ্রুজল। "গাঁয়ের কান্নায়" কবি পল্লীর সুখদুঃখময় জীবনের চিত্র আঁকিয়াছেন, "প্রেতের ছায়ায়" অবিচার, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতার বেদনাপ্লুত কাহিনী প্রাণ দিয়া লিখিয়াছেন, "ঘরের মায়ায়" পল্লীর নিভৃততম মর্ম্মে সমগ্র জাতির যে প্রাণের উৎস অলক্ষিতে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে তাহাই উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। * * *

সওগাত—আশ্বিন ১৩২৭

আজ বাঙ্গালার পল্লী শ্মশান। তাহার সে সুন্দর আনন্দময় ছবি আর নাই। তাহার শ্যামল সৌন্দর্য্যের অন্তরাল হইতে আর নন্দনের সুষমা উছলিয়া উঠে না। দুঃখসন্তাপহরা মূর্ত্তিতে সে আর ব্যথিত সন্তানকে স্নেহের ক্রোড়ে তুলিয়া লয় না। তাই গভীর দুঃখে করুণ সুরে কবি 'গাঁয়ের কান্না"র প্রারম্ভেই গাহিয়াছেন।—

"উষার অরুণ রাগে ছিলে তুমি সজীব তরুণ—
শ্যাম-শোভা-মহোৎসবা আঁখি যুগ মমতা-করুণ

* * * *

আজি তুমি প্রেতছায়া প্রাণ হীন স্তিমিত নয়ন
কণ্ঠমালা গাঁথিবারে কর নর-কঙ্কাল চয়ন।"

তাঁহার এই মর্ম্মস্পর্শী দুঃখের রাগিণী বড় করুণ সুরে বাজিয়াছে। গ্রন্থের যেখানেই দৃষ্টিপাত করি, সেইখানেই দেখি একটা মর্ম্মন্তুদ বেদনার ছবি স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি প্রাণ দিয়া পল্লীর বেদনা অনুভব করিয়াছেন, তাই নিজ হৃদয়ের দুঃখ-ক্ষতের শোণিতে তাহার করুণ ছবিখানি আঁকিতে তিনি সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থের সকল কবিতাই প্রাণময়ী। তিনি যে বেদনার ছবি বাঙ্গালার পাঠক সমাজের চক্ষে ধরিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা দেখিবার ও বুঝিবার জিনিস। উপসংহারে আমরা রাধাকমল বাবুর ভূমিকার কথায় বলি—"যাঁর স্নেহে 'পল্লীব্যথা' জাগিয়াছে তিনি বিরল কুটীরে কাঁদিয়া কবির আরও ব্যথা জাগান; বিশ্বময় সে ব্যথা জাগিয়া অসংখ্য দুঃখময় দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া একটা বিরাটতর জীবন গড়িয়া তুলুক। তাহাতে দেশ ও জাতি, কাব্য ও কবি সবই ধন্য হইবে—আমাদের জননীও দৈন্যের মধ্যে বিজয় লাভ করিবেন।"

অর্চ্চনা—মাঘ ১৩২৭

এ কবিতার বইখানি সাধারণ কবিতার বই হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহার বিশেষত্ব কবিতাগুলির অর্থ বুঝিতে, কবির ভাবকে ধরিতে ও কবিকে চিনিতে পারা যায়। বইখানি তিনভাগে বিভক্ত। (১) গাঁয়ের কান্না (২) প্রেতের ছায়া (৩) ঘরের মায়া। প্রতি অংশেই কবির—বস্তুতান্ত্রিকতা, আন্তরিকতা কবিতার ভিতর দিয়া ভাষার নির্ঝরে ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের এখন এই শ্রেণীর কবিরই দরকার যিনি প্রেম-কবিতার "আহা-উহু" ছাড়িয়া দেশের চিত্র পাঠকের হৃদয়ে আঁকিয়া দিতে পারিবেন—দেশাত্মবোধ প্রাণে জাগাইয়া তুলিতে পারিবেন। * * *

আমরা "পল্লীবিদায়" কবিতাটী আগাগোড়া উদ্ধৃত করিবার প্রলোভনসম্বরণ করিতে পারিলাম না। * * *

এই বইখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি ভাল করিয়া বইখানির পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রকৃত সমালোচনার কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ভূমিকার শেষে বলিয়াছেন, "শ্রমজীবীই ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী; শ্রমের জয়গান করা ভবিষ্যৎ সাহিত্যের নিকট বর্ত্তমান যুগ দায়-স্বরূপ অর্পণ করিয়াছে। মুকুন্দরাম দীর্ঘ শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলার শ্রমের জীবন ও

মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। বৃহত্তর কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করা, গভীরতর ভাবুকতার দ্বারা মুগ্ধ করা, মহত্তর অধ্যাত্মরসের দ্বারা আপ্লুত করা, নিপুণতর শিল্পের দ্বারা চমকিত করা সজাগতর স্বাজাত্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত করা বাংলার ভবিষ্যৎ গীতি কবিতার কাজ—এ সাধনায় কবি কতদুর অগ্রসর হইবেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এই যে তাঁহার পথ এবং তিনি যে তাহা চিনিয়া পাথেয়ও বেশ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছি......।"

উল্লিখিত মাসিক পত্রিকা ব্যতীত ইংরাজী সাময়িক পত্রে এবং বাঙলার অন্যান্য মাসিক পত্রেও এই পুস্তকখানির বিশদ আলোচনা হইয়াছে। স্থানাভাবে এবং সবগুলি পত্রিকা কাছে না থাকায় অন্যান্য সমালোচনাগুলি মুদ্রিত করিতে পারা গেল না এবং যে আলোচনা কয়টি মুদ্রিত হইল তাহারও অনেকাংশ বাদ দিতে হইল।